চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 21 April, 2020 ■ আগরতলা, ২১ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ৮ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লকডাউন নিয়ে রাজ্যে কিছু ছাড় জারি বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় লকডাউন চলবে ৩ মে পর্যন্ত। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব কিরণ গিত্তে সোমবার এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, সার, বীজ এবং কীটনাশক ওষুধ উৎপাদন কেন্দ্র লকডাউনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। চা, কফি এবং রবার উৎপাদন এবং প্যাকেজিং কেন্দ্রে ৫০ শতাংশ কর্মী কাজে যেতে পারবেন। এদিকে পুর নিগম, পুর পরিষদ এলাকার বাইরে রয়েছে এমন শিল্প চালু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া জরুরি প্রয়োজনীয় সামগ্রী, ওষুধ, মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি উৎপাদন এবং বিপণনে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব জানিয়েছেন, খাদ্য সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুর নিগম এবং পুর পরিষদ এলাকার বাইরে রয়েছে এমন উৎপাদন কেন্দ্রগুলির লকডাউনে ছাড় মিলেছে। তিনি জানান, ইটভাট্টা এবং বাঁশ উৎপাদন, পরিবহণ এবং বিপণনে ছাড় দেওয়া হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ওই উৎপাদন কেন্দ্রগুলি পুর নিগম এবং পুর পরিষদ এলাকার বাইরে হলে তবেই ছাড় মিলবে।তবে সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি সুনিশ্চিত করতে হবে। শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব সমস্ত জেলাশাসকদের ওই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর করতে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

অধীনস্থ সংস্থার অতিরিক্ত কর্মীদের কাজে লাগনো হবে সরকারি দপ্তরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। রাজ্যে সরকার অধীনস্থ সংস্থাগুলির অতিরিক্ত কর্মচারীদের রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলিতে কাজে লাগানো হবে। সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, রাজ্যে ১২টি সরকার অধীনস্থ সংস্থা রয়েছে। তাতে ৬৮৮৫জন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। এছাড়া ৪৯জন ডেপুটেশনে রয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার সমস্ত সরকার অধীনস্থ সংস্থাগুলিকে অতিরিক্ত কর্মচারীর তালিকা তৈরী করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেবে। কারণ, অতিরিক্ত কর্মচারীদের সরকারী দপ্তরে কাজে লাগানো হবে। তবে, অবসরের ছয় মাস আগে তাদের পুণরায় ওই সংস্থায় ফেরত পাঠানো হবে।

স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। স্ত্রীকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে গা ঢাকা দিল স্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় আর কে পুর থানার অধীন মহারানীর কৃষ্ণভক্ত পাড়ায়। স্বামীর নাম পূর্ব হরি জমাতিয়া। স্ত্রী দুর্গা রানী জমাতিয়া (৪৫)। জানা গিয়েছে পারিবারিক বিবাদের জেরে এই হত্যাকান্ড। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে স্বামী আকন্ঠ মদ্যপান করে থাকে প্রতিদিন। কোন একটি বিষয় নিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ হয় সোমবার সন্ধ্যায়। উত্তেজিত হয়ে ধারালো দা দিয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় স্বামী।

করোনা ভাইরাস কাল থেকে রাজ্যে র‍্যাপিড এন্টিবডি কিট দিয়ে পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। রাজ্যে র‍্যাপিড এন্টিবডি কিট এসে পড়েছে। বুধবার থেকে সারা রাজ্যে ওই কিট দিয়ে পরীক্ষা শুরু হবে। করোনা মোকাবিলায় ৩৮৪০টি র‍্যাপিড এন্টিবডি কিট এসেছে রাজ্যে। সোমবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই সংবাদ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগী টিএসআর জওয়ানের দ্বিতীয় দফায় নমুনা পরীক্ষায় রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তাকে এখনও আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ওই টিএসআর জওয়ানের চিকিৎসা পদ্ধতি পরিবর্তন করা হবে। তার নমুনা পুণরায় সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে। তিনি বলেন, ওই রোগীকে এন্টি ভাইরাল দেওয়া শুরু হয়েছে। তাছাড়া পুনে এবং দিল্লীস্থিত চিকিৎসকদের সাথে প্রতিনিয়ত এই বিষয়ে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না, করোনা নিয়ে চিন্তিত মুখ্যমন্ত্রী, সতর্ক করলেন রাজ্যবাসীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। বাংলাদেশে লকডাউন-এ বিধি লঙ্ঘন চলছে। সামাজিক দূরত্ব মানছেন না প্রতিবেশী দেশের মানুষ। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত এই খবরে চিন্তিত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে সতর্ক করলেন। মানবিকতার জন্য উদারতা যেন আমাদের দুর্বলতার কারণ না হয়, সাবধান করে দিয়ে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, চিকিৎসার জন্যও এ মুহূর্তে বাংলাদেশের কোনও আত্মীয়কে ত্রিপুরায় আসতে সহায়তা করবেন না।

সম্প্রতি, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় (আগরতলার সীমান্তবর্তী জেলা) ধর্মগুরুর জানাজায় লাখো মানুষের উপস্থিতির খবর প্রকাশিত হয়েছে। ওই ঘটনায় বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চারটি গ্রামকে পুরো কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। সম্ভবত, ওই খবর শুনেই বিচলিত হয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। কারণ, ত্রিপুরার তিন দিক দিয়ে ঘেরা রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত। অবশ্য সীমান্তে কড়া পাহারা চলছে। ইতিমধ্যে বহু দিন ধরে ত্রিপুরাবাসীকে সতর্ক করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার এক ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা মোকাবিলায় সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে সতর্ক এবং সাবধান থাকতে হবে। তাঁর কথায়, প্রতিবেশী বাংলাদেশ আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানতে পেরেছি, সেখানে সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, ওই খবর সত্যি হলে আমাদের জন্য খুবই দুঃশ্চিন্তার বিষয়। ফলে সর্বাবস্থায় আমাদের সাবধানে থাকতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, আমাদের সীমান্ত সুরক্ষার মাধ্যমে প্রহরী হয়ে করোনা রুখতে হবে। ওপার বাংলা থেকে কেউ যাতে আসতে না পারে, সে-বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে আমাদের সকলকে। তিনি ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, এমনও হতে পারে, বাংলাদেশে আমাদের কোনও আত্মীয় চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরায় আসতে চাইছেন।

কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁদের সহায়তা করে বিপদ ডেকে আনা উচিত হবে না। তাঁর দাবি, আমি মানবতার বিরুদ্ধে নই। কিন্তু উদারতা আমাদের দুর্বলতার কারণ যেন না হয়। তাঁর সাফ কথা, কোনওভাবেই বাংলাদেশ থেকে কেউ যাতে ত্রিপুরায় আসতে না পারেন কঠোর হাতে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রসঙ্গত, রোনায় বাংলাদেশে মৃত্যু ১০০ ছাড়াল, নতুন শনাক্ত ৪৯২

করোনাভাইরাসে দেশে নতুন করে ১০ জনের মৃত্যু হওয়ায় সোমবার এ সংখ্যা ১০১ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া নতুন করে ৪৯২ জন শনাক্ত হওয়ায় এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯৪৮ জনে।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসিমা সুলতানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ২৭৭৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নতুন মৃতদের মধ্যে আটজন পুরুষ এবং দুজন নারী। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১০ জনসহ মোট সুস্থ হয়েছেন ৮৫ জন।করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার ৭৫৮। প্রাণঘাতী ভাইরাসটি গত ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৬ হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের সর্বশেষ পরিসংখ্যান জানার অন্যতম ওয়েবসাইট ওয়ার্লোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকাল পর্যন্ত কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বিশ্বের ২৪ লাখ ৭ হাজার ৩৩৯ জন। এদের মধ্যে বর্তমানে ১৫ লাখ ৭১ হাজার ২৯ জন চিকিৎসাধীন এবং ৫৪ হাজার ২১৮ জন (৪ শতাংশ) আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন।

এ পর্যন্ত করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে ৬ লাখ ১৭ হাজার ২৩ জন (৭৯ শতাংশ) সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং ১ লাখ ৬৫ হাজার ৬৯ জন (২১ শতাংশ) রোগী মারা গেছেন।করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

থানায় মামলা, গভীর রাতে স্যন্দন পত্রিকা অফিসে পুলিশী হানায় জোর প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।। পুলিশি অভিযান ঘিরে রাজ্যের সংবাদপত্রের ইতিহাসে নতুন ঘটনা সংযোজিত হল। একটি বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল গভীর রাতে পশ্চিম আগরতলা থানায় স্যন্দন পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক সুবল কুমার দে'র বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম থানার ওসি'র নেতৃত্বে একদল পুলিশ বাহিনী স্যন্দন পত্রিকা অফিসে হানা দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সংগঠন নিন্দা করেছে।

স্যন্দন পত্রিকা অফিসে পুলিশী হানার পরেই আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক মিডিয়া মনিটরিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন। যদিও তিনি জানিয়েছেন ব্যক্তিগত কারণে তাঁর এই পদত্যাগ। পত্রিকা অফিসে পুলিশী হানা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, অতীতে বামফ্রন্ট আমলে একাধিকবার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

স্যন্দন পত্রিকা অফিসে পুলিশী হানার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক, ত্রিপুরা নিউজপেপার্স সোসাইটি ও ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস ইউনিয়ন। তারা প্রত্যেকেই এই ধরনের পুলিশী অভিযানকে গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ বলে সমালোচনা করেছেন। পুলিশী হানার ঘটনায় প্রেসক্লাব বিস্ময় এবং গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সংগঠন পুলিশকে সংযত থাকতেও সতর্ক করেছে। এই পুলিশী হানার বিষয়ে রাজ্য সরকারের ও রাজ্য পুলিশের পক্ষে কোন বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, পশ্চিম থানায় সুবল কুমার দে'র বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধির ৪৬৮/৪৭১/৪২০ ধারায় মামলা নিথভুক্ত হয়েছে। মামলার নম্বর ৬১/২০২০।

অভয়নগরে যুবকের ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন উজান অভয়নগরে সোমবার দুপুর নাগাদ ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক যুবক। তার নাম বিজয় বণিক। বাবার নাম মন্টু বণিক।

জানা যায়, পারিবারিক কলহের জেরেই সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বিজয় বণিক তার মায়ের সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়। এরেই জের ধরে সোমবার দুপুরে সে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচেছ। বিজয় বিবাহিত। তার তিন বছরের একটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। তার স্ত্রী সোমবার সকালেই বাপের বাড়িতে গিয়েছিল। সেই সুযোগেই সে নিজ বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ভারতে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ১৭,২৬৫, মৃত্যু ৫৪৩ জনের ঃ স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ভারতের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি ক্রমশই উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। লকডাউনের মধ্যেও ভারতে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। সোমবার সকাল আটটার মধ্যে ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৭ হাজার ছাড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যেই ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৫৪৩ জনের। স্বস্তির বিষয় হল, করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২,৫৪৬।জন। সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৭,২৬৫ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১৪,১৭৫)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৪৩। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২, ৫৪৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৫৫৩ জন এবং এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৬ জনের।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৫৪৩ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে দু''জনের, দিল্লিতে ৪৫ জনের, গুজরাটে ৬৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে দু''জনের, কর্ণাটকে ১৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৭০ জন, মহারাষ্ট্রে ২২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ১৬ জন, রাজস্থানে ১৪ জনের, তামিলনাড়ুতে ১৫ জন, তেলেঙ্গানায় ১৮ জন, উত্তর প্রদেশে ১৭ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১২ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

দেশের অন্যান্য রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও, মহারাষ্ট্র ও দিল্লিতে হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৪২০৩, তামিলনাড়ুতে ১৪৭৭, দিল্লিতে ২০০৩, কেরলে ৪০২, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৩৯০ জন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় গড়িয়া পুজা। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

পর্ষদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু ২৪শে শিক্ষকদের জন্য যাতায়াতের ব্যাবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আগরতলার ১৩টি বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ আগামী ২৪ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে শুরু করতে যাচ্ছে। মূল্যায়নের কাজে নিযুক্ত পরীক্ষক, সংশোধক ও প্রধান পরীক্ষকদের নির্দিষ্ট স্ব স্ব মূল্যায়ন কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছে পর্ষদ।

এ-বিষয়ে পর্ষদ সচিব বলেন, মূল্যায়ন কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য তিনটি টিআরটিসি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই বাসগুলি প্রতিদিন সকাল ৯টায় নির্দিষ্ট পথে যাতায়াত শুরু করবে। তাঁর পরামর্শ, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ দফতর কর্তৃক প্রদেয় পরিচয়পত্র দেখিয়ে বাসে উঠবেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিজিটাল ক্লাসে দারুণ সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় ডিজিটাল ক্লাসে দারুণ সাড়া মিলছে। করোনা মোকাবিলায় লকডাউনের জেরে সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ রয়েছে। ফলে, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। তাই, ত্রিপুরা সরকার ডিজিটাল ক্লাস শুরু করেছে।

এ-বিষয়ে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করেছেন। জনৈক অভিভাবক বলেন, ডিজিটাল ক্লাস শুরু হওয়ায় ভীষণ উপকৃত হচ্ছি। ছেলেমেয়েরা বাড়িতে বসে থেকে পড়াশুনা করতে পারছিল না। ডিজিটাল ক্লাস শুরু হওয়ায় এখন বাড়িতে বসেই স্কুলের পড়া পড়তে পারছে। একই কথা বলল তাঁর মেয়েও। দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীর কথায়, স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেভাবে পড়ান ঠিক একইভাবে বাড়িতে বসে টিভিতে পড়াচ্ছেন তাঁরা। ওই ছাত্রীর দাবি, ডিজিটাল ক্লাসেএ অনেক কিছু জানতে পারছি, শিখতে পারছি। স্কুলে গিয়ে যা বুঝি বাড়িতে বসেই তা বুঝতে পারছি।

প্রসঙ্গত, বিভিন্ন স্থানীয় ক্যাবল টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে ওই ডিজিটাল ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরার শিক্ষা দফতর ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে এই ব্যবস্থা করেছে। স্কুলের সাথে কলেজস্তরেও ডিজিটাল ক্লাস শুরু হয়েছে।

সাদামাটাভাবে গড়িয়া পুজা আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। সাত বৈশাখ বিশেষত রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষের আরাধ্যা দেবতা বাবা গড়িয়ার পূজা। রাজ্যের সর্বত্রই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভক্তিভরে বাবা গড়িয়ার পুজো হচ্ছে।

রাজধানী আগরতলা শহরের উত্তর বনমালীপুর ইয়ং কর্নার ক্লাবেও ৫২তম বাবা গড়িয়া পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বাবা গড়িয়া উপজাতিদের ইষ্টদেবতা। গড়িয়া পূজা ও উৎসব উপজাতিদের প্রধান উৎসব হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রতিবছরই রাজ্যে গড়িয়া পুজার উৎসবের ঢল নামে। গড়িয়া পূজা উপজাতিদের প্রধান উৎসব হলেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউন ঃ চেন্নাই থেকে আগরতলায় অ্যাম্বুলেন্সে ফিরলেন দুই পরিবার, খরচ ১.৪০ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।। চিকিৎসা করতে গিয়ে চেন্নাইতে লকডাউনে আটকা পড়েছেন ত্রিপুরার বহু নাগরিক। তাদের মধ্যে রবিবার গভীর রাতে ত্রিপুরার দুই পরিবার অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে রাজ্যে ফিরেছেন। চেন্নাই থেকে আগরতলায় আসতে তাঁদের গুনতে হয়েছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। রাতেই তারা উদয়পুর পৌঁছে গেছেন। করোনা মোকাবিলায় নিয়ম মেনে আজ থেকে তাদের ১৪ দিনের জন্য বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্ত্রী-কে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে চেপে আগরতলায় পৌঁছেন উদয়পুর নিবাসী ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দফতরের সহ-অধিকর্তা চঞ্চল মজুমদাব। তাদের সাথে ত্রিপুরার আরও এক পরিবার এসেছে। এ-বিষয়ে ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দফতরের সহ-অধিকর্তা চঞ্চল মজুমদার বলেন, গত বছর ১৬ সেপ্টেম্বর স্ত্রী-র ব্রেন টিউমার অপারেশন হয়েছিল। সে-মোতাবেক ২৩ মার্চ চেকআপের তারিখ নির্ধারিত ছিল। তাই ২২ মার্চ আমরা চেন্নাই যাইউ কিন্ত, সেখানে চিকিৎসা শেষ হওয়ার পর লকডাউনে আটকা পড়ে যাই। তিনি বলেন, প্রথমে ২৭ মার্চে বিমানের টিকিট কাটা ছিল আমাদের। কিন্তু সেই টিকিট বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ১৪ এপ্রিল লকডাউন সমাপ্ত হবে ভেবে ১৫ এপ্রিলের বিমানের টিকিট ক্রয় করি। কিন্ত, লকডাউনের সময়সীমা ফের বেড়ে যাওয়ায় ওই টিকিটও বাতিল হয়ে যায়।

তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে আমরা স্বামী-স্ত্রী ত্রিপুরার বাইরে ছিলাম। এতে ছেলেমেয়েরা দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিল। তাছাড়া বাড়িতেও সমস্যা হচ্ছিল। তাই, অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ত্রিপুরায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেই। তিনি বলেন, উদয়পুরের আরেক পরিবার আমাদের সাথে যোগ দেন। এর পর হাসপাতাল এবং স্থানীয় থানা থেকে আমরা ছাড়পত্র নিয়ে রওয়ানা দেই। তিনি জানান, ১৫ এপ্রিল দুপুর ২-টায় চেন্নাই হাসপাতাল থেকে আমরা ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। পথে অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং মেঘালয় সীমান্তে তাঁদের পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনি বলেন, রবিবার আমরা চোরাইবাড়ি দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করি। ধর্মনগর থেকে আমাদের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, হাসপাতাল থেকেই অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে দেওয়া হয়েছে। এতে আমাদের ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে।

পালঘর গণপিটুনি ঃ মহারাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় গণপিটুনির ঘটনায় মহারাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সোমবার এই বিষয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সূত্রের খবর, গণপিটুনির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

গত ১৬ এপ্রিল রাতে পালঘর জেলার কাসা থানা এলাকায় চোর সন্দেহে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের গণপ্রহারে মৃত্যু হয় ৩ জনের। এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করা হয়েছে এবং ১১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও কাসা থানার দু''জন পুলিশ কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

পালঘর হিংসার ঘটনায় মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে সোমবার বলেছেন, ''দু''জন পুলিশ কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, এই মামলার তদন্তের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে এডিজি সিআইডি (অপরাধ) অতুল চন্দ্র কুলকার্নিকে। ৫ জন মূল অভিযুক্ত-সহ ১০০ জনেরও বেশি অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'' এই ঘটনায় উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার।

গত ১৬ এপ্রিল রাতে মুম্বইয়ের কান্দিভালির বাসিন্দা ৩ জন গাড়িতে চেপে গুজরাটের সুরাট অভিমুখে যাচ্ছিলেন। পালঘর জেলায় তাঁদের গাড়ি আটকে দেয় গ্রামবাসীরা। গাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁদের। চোর সন্দেহে তাঁদের পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৯০ ▫ ২১ এপ্রিল ২০২০ ইং ▫ ৮ বৈশাখ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

দুর্যোগ মোকাবিলায় সাহসিকতা

পৃথিবীর বুকে ভয়ঙ্কর দুর্যোগ নামিয়া আসিয়াছে। এই দুর্যোগ মোকাবিলা করিবার অসীম সাহসিকতা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ক্যালেন্ডারের পাতায় নতুন ইতিহাস রচিত হইয়াছে। পঞ্জিকা বদলাইয়া গিয়াছে। বছরের শেষ সংক্রান্তি পার হইয়া নববর্ষ আসিয়াছে। কিন্তু বর্ষসূচনার এমন রূপ আগে কখনও দেখা যায় নাই, আর কখনও যেন দেখিতে না হয়। সেই রূপ আনন্দের নহে, আতঙ্কের। মিলনের নহে, বিচ্ছিন্নতার। আঁখিপল্লবের এক-সহস্রাংশ পরিমাণ ব্যাস বিশিষ্ট এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরজীবীর দাপটে পৃথিবী স্তব্ধ, গৃহবন্দি। গৃহবন্দি, অবশিষ্ট ভারতের সহিত, বঙ্গবাসীর জীবনও। তাহার হালকাতা, তাহার নূতন পোশাক, তাহার পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব, সকলই এই বছরটিতে স্মৃতিচারণার বিষয়মাত্র। এই দুর্যোগ কতদিনে কাটিবে, এই মুহূর্তে কেহ তাহা জানে না। সংক্রমণের ছায়া দূর হইলেও যে দুর্যোগের অবসান হইবে তাহা নহে—অর্থনীতিও প্রবল মন্দার ব্যাধিতে আক্রান্ত। ইতিমধ্যেই বিশ্ব জুড়িয়া যে বিপুল আর্থিক সঙ্কটের সূচনা হইয়াছে তাহা শেষ অবধি কোন অতলে পৌঁছাইবে, আমাদের জীবনে তাহার কী পরিমাণ অভিঘাত আসিয়া পড়িবে, সেই আঘাতের প্রভাব কত দিন স্থায়ী হইবে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর এখন ভবিষ্যতের গর্ভে, যে ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ১৪২৭ বঙ্গাব্দের নববর্ষে যেন নিদারুণ সত্য হইয়া উঠিয়াছে অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত বাংলা গানের পঙক্তি, এ কোন সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার। কিন্তু দুর্যোগ, তাহা যত ভয়ানকই হউক, কখনও শেষ কথা বলিতে পারে না। মানুষে ইতিহাস চিরকাল তমসা হইতে জ্যোতির পথ খুঁজিয়াছে, মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অমৃতের সন্ধান করিয়াছে। কোথায় আলো, অমৃতকলসই বা কোথায়, তাহা না জানিলেও দমিয়া যায় নাই, উত্তরণের উপায় সন্ধানই মানুষের কাজ। এই বিপদের আবর্তে দাঁড়াইয়া দেশ ও দুনিয়ার সহিত বঙ্গসমাজকেও সেই কাজে নামিতে হইবে, নিজেকে এবং অন্য দাঁড়াইয়া দেশ ও দুনিয়ার সহিত বঙ্গসমাজকেও সেই কাজে নামিতে হইবে, নিজেকে এবং অন্য সকলকে বিপদ হইতে সুরক্ষিত রাখিবার ব্রত পালন করিতে হইবে, সঙ্কট অতিক্রম করিয়া সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবার প্রস্তুতি করিতে হইবে। কাজটি কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নহে। তাহার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংহতি ও সহমর্মিতা। বস্তুত, এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অতি গভীর। প্রতিটি ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সুস্থতা কীভাবে অন্য সকলের উপর নির্ভর করে, গত কয়েক সপ্তাহে সংক্রমণের মোকাবিলা করিতে করিতে আমরা তাহা নূতন করিয়া শিখিয়াছি। উপলব্ধি করিয়াছি। নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য যে আচরণবিধি প্রত্যেক নাগরিককে অনুসরণং করিতে বলা হইতেছে, তাহা অন্যের সুরক্ষার জন্যও জরুরি। এই বাস্তববোধ হইতে যে সহমর্মিতা জন্ম লয় তাহাই সত্যকারের সংহতিকে প্রসারিত করিতে পারে। তাহা উপর হইতে নায়কনায়িকাদের বক্তৃতাযোগে আরোপিত সংহতি নহে, সমাজজীবনের নিজস্ব প্রয়োজন হইতে সঞ্জাত সংহতি।

ভরসার কথা, তেমন সহমর্মী সংহতির নানা লক্ষণ এই সমাজে প্রতিনিয়ত মিলিতেছে। মনে রাখা আবশ্যক যে, তাহাল পাশাপাশি অহরহ মিলিতেছে কাণ্ডজডানহীন এবং অবিবেকী ক্ষুদ্রস্বার্থ পরতার বহু বিপজ্জনক এবং লজ্জাকর নিদর্শনও। কিন্তু সেই অন্ধকারের ছায়ায় শুববুদ্ধির আলোকচিত্রগুলি যেন নাগরিকের অনুসন্ধানী দৃষ্টির অগোচর না থাকিয়া যায়। অন্য দেশের এবং অন্য রাজ্যের সহিত এই পশ্চিমবঙ্গেও এমন বহু মানুষের সন্ধান মিলিতেছে, যাঁহারা এই ক্রান্তিকালে নিজের এবং অন্যের মঙ্গলবিধানের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতেছেন, অনেকেই সাধ্যাতীত কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের সামাজিক স্বভাবই তাঁহাদের সেই ব্রত পালনের প্রেরণা দিয়া চলিয়াছে। প্রচলিত আচার ও আচরণের বাহিরে নিক্ষিপ্ত এবারের নববর্ষের দিনটির যদি কোনও যদি কোনও সার্থকতা থাকে, তবে তাহা এই স্বাভাবিক সামাজিকতার উদ্‌যাপনে। নাগরিকরা আপন গৃহকোণে সংযত থাকিয়া এই সর্বমঙ্গলের সাধনায় ব্রতী হইলে দুর্যোগের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই সফল হইবে। জয় হইবে মানবসমাজের। সেই প্রত্যাশায় দিন গুণিতেছেন বিজ্ঞানী সহ গোটা বিশ্বের আপামর জনগণ। প্রাণীকূল আবারও নতুন করিয়া প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়া পাইবে, সেই আশায় দিন গুণিতেছেন প্রত্যেকেই।

লকডাউনের নিয়ম মানা হচ্ছে না আসছে কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যের সাতটি জেলায় লকডাউনের নিয়ম সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না বলে চিঠিতে জানাল কেন্দ্র। যদিও এখনও পর্যন্ত নবান্নের তরফে এই চিঠি নিয়ে কোনওরকম মন্তব্য করা হয়নি।

সূত্রের খবর, ওই জেলাগুলিতে দুটি কেন্দ্রীয় সরকারের দল পরিদর্শনে আসবে বলেই জানিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্যকে লেখা এই চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সাতটি জেলায় লকডাউন ও সামাজিক দূরত্বের নিয়মবিধি মানা হচ্ছে না। বাজার কিংবা দোকানে ক্রেতারা ভিড় জমাচ্ছেন, ফলে মানা হচ্ছে না কোনও নিয়মবিধি।

এই জেলাগুলিতেই চলতি সপ্তাহেই পরিদর্শনে আসবে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল বলে চিঠিতে জানানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, মাছ-মাংসের দোকান-সহ একাধিক জায়গায় এই নিয়মবিধি না মেনেই যথেচ্ছভাবে ভিড় করে বিক্রি চলছে। ফলে নির্দিষ্ট যে নির্দেশিকা তা কোনওভাবেই মানা হচ্ছে না। এতে সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে বলেই মনে করছে কেন্দ্র। এই সাতটি জেলার মধ্যে রয়েছে সবার উপরে থাকা চার জেলা। এগুলি হল কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা ও পূর্ব মেদিনীপুর। এর পাশাপাশি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলাতেও এই নিয়ম মানা হচ্ছে না বলেই চিঠিতে জানিয়েছে কেন্দ্র, খবর বেসরকারি সূত্রের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব এই চিঠিতে রাজ্য প্রশাসনকে জানিয়েছে, লকডাউনের নিয়ম ও সামাজিক দুরত্ব যাতে এই সাত জেলা-সহ সমগ্র রাজ্যজুড়ে বজায় রাখা যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

লকডাউন উপেক্ষা করে পুরীর মন্দিরে সপরিবারে প্রবেশ পুলিশ আধিকারিকের

পুরী, ২০ এপ্রিল (হি. স.): লকডাউন উপেক্ষা করে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে সপরিবারে প্রবেশ পুলিশ আধিকারিকের। ঘটনায় চাঞ্চল্য। লকডাউন বিধি ভাঙার অপরাধে সাসপেন্ড করা হয়েছে ওই পুলিশ আধিকারিককে।

জানা গিয়েছে জাজপুর জেলার বাডচেনা থানার আধিকরিক দীপক জেনা নিজের পরিবারের সাথে লকডাউন উপেক্ষা করে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিতে যায়। দক্ষিণের দরজা দিয়ে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। সেই সময় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা উপেক্ষা করেই পরিবারকে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন তিনি।

লকডাউন পরিস্থিতিতে পুরীর মন্দির এখন বন্ধ ।সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। দীপক জেনার এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জেরে তাকে সাসপেন্ড করেছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। তার বিরুদ্ধে পুরীর সিংহদ্বার থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। আইনের রক্ষকের এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে হতবাক রাজ্যবাসী।

বলাটা সহজ করে দেখানোটা কঠিন

আর কে সিনহা

করোনা বিশ্বজুড়ে মহামারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো লড়াই করা হচ্ছে। সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধান নিজের দেশে করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট। এই মহামারী চিন থেকে শুরু হয়েছিল। লকডাউনের জেরে ১০৭ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর অবশেষে খুলেছে করোনার জনক বুহান শহর। চিনা প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে সমস্ত সংক্রামিত মানুষ হয় সুস্থ হয়ে উঠেছে, নয়তো মারা গিয়েছে। চিনে মৃতের সংখ্যা ৪০০০ বলে জানা গিয়েছে। তবে লোকেরা বলেছে যে চিন নিহতের সংখ্যা সঠিক দেননি। মৃতের সংখ্যা আরও বেশি। আমি এই বিতর্কে যেতে চাই না। চিনে মৃত ৪০০০ এই সংখ্যা মেনেই চলব। রবিবার পর্যন্ত গোটা বিশ্বে আক্রান্তের সংখ্যা ২৩,৯৫,৬৩৬। যার মধ্যে মৃতের সংখ্যা ১,৬৪, ৫৬৫। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৬,১৫,৬৬৮। আমেরিকাতে, এই লড়াইটি সবচেয়ে খারাপভাবে লড়া হচ্ছে। আমেরিকা সর্বাধিক সমৃদ্ধ এবং উন্নত দেশ। সব ধরণের চিকিৎসা সুবিধা সেখানে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে এখনও পর্যন্ত ৭, ৫৯,১৩৪ জন সংক্রামিত হয়েছে। যার মধ্যে ৪০,২৬৫ জন মারা গেছে। আর মাত্র ৬৯৯২৭ জন লোক সুস্থ হয়ে ঘরে চলে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্পেনের অবস্থা খারাপ। স্পেনে ১৯৫৯৪৪ টি করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে ২০৪৫৩ জন মারা গিয়েছে এবং ৭৭৩৫৭ জন মানুষ সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে।যা এক রকমভাবে আমেরিকার চেয়ে ভাল। ইতালি এমন একটি দেশ যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বাস্থ্য পরিষেবা দিক দিয়ে ভাল। তবে এই সমৃদ্ধশালী দেশে ১৭৮৯৭২ লোক সংক্রামিত হয়েছে। যেখানে ২৩৬৬০ জন মারা গেছে।ফ্রান্সে ১,৫২, ৮৯৪ জন মানুষ সংক্রমিত হয়েছে। যার মধ্যে ১৯৭১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। জার্মানিতে ১৪৫১৮৪ জন সংক্রমিত হয়েছে। যার মধ্যে ৪৫৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এগুলির তুলনায় এখন পর্যন্ত ভারতের রেকর্ড খুব ভাল। সোমবার সকাল অবধি ভারতে ১৬১১৬ জন আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ২৩০২ জন লোক সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছে এবং কেবল ৫১৯ জন মারা গেছে। ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ এবং চিকিৎসা পরিষেবার দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স এমনকি চিনের থেকেও পিছিয়ে ভারত।

তবে ভারতের বর্তমান নেতৃত্ব সংকল্পবদ্ধ ও শক্তিশালী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সঠিক সময়ে দেশজুড়ে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এই লকডাউনের কারণে করোনার তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়নি। অর্থাৎ পাড়ায় বা এলাকায় ছড়িয়ে যাওয়ার মতন কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে, সংক্রামিত এই ১৫৫৫২ জন ব্যক্তির মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি তারা হলেন যারা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করেননি এবং তবলীগী মরকজের মৌলানা সদের কথা শুনেছিলেন। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে না গিয়ে গোটা দেশ ঘুরে তারা এই সংক্রমণ ছড়িয়েছেন। ফলস্বরূপ, মুসলিম ভাই-বোনেরা বেশি পরিমাণে আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃত্যুও ঘটেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আরও ক্ষতি হয়েছে।তারা যদি চুপচাপ সরকারের কথা শুনে চলত তবে সম্ভবত এতক্ষণে ভারত করোনার মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে পারত।

এখন রাজ্যগুলির দিকে তাকানো যাক। যখন আমরা রাজ্যগুলির কথা বলি, তখন বুঝতে হবে যে আমরা এটি কীভাবে মূল্যায়ন করতে পারি। করোনার একটি সংক্রমিত রোগ। অর্থাৎ এটি একে অপর থেকে ছড়ায়। কেউ যদি একে অপরের সাথে দেখা না করে তবে তা ছড়াবে না। সুতরাং, আমি রাজ্যের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ভিত্তি নিয়েছি অর্থাৎ এক বর্গকিলোমিটারে কত লোক বাস করে। জনঘনত্বের দিক থেকে বড় রাজ্যের মধ্যে বিহার অন্যতম। দিল্লিও প্রায় একই রকম।তবে বিহারের বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে। বিহার রাজ্যে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মোট জনসংখ্যার ১১০২ জন লোক রয়েছে। মোট জনসংখ্যার নিরিখে উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র এর পরেই রয়েছে বিহার। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বিহারে জনসংখ্যা হচ্ছে ১,০৩,৮৪,৬৩৭ জন। সেই বিহারেই মাত্র ৮৬ জন আক্রান্ত হয়েছে। যার মধ্যে ৩৭ জন সুস্থ হয়ে বাড়িতে চলে গেছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে মাত্র ২ জন মারা গেছে। মৃতদের মধ্যে এক ব্যক্তি বিদেশ থেকে এসে পাটনা বিমানবন্দরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে বিদেশ থেকেই করোনা আক্রান্ত হয়ে এখানে এসেছিল। বিহারের পরে এখন বৃহত্তম জনবহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশের দিকে নজর দেওয়া যাক। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী উত্তর প্রদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৯৯,৯৯,৮১, ৪৭৭। এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনঘনত্বের নিরিখে এটি চতুর্থ স্থানে রয়েছে। অর্থাৎ প্রতি বর্গকিলোমিটারে উত্তরপ্রদেশে ৮৮২ জন লোক বাস করেন। তবে এখনও অবধি ১০৪৪ জন উত্তরপ্রদেশে আক্রান্ত হয়েছে। ১০৮ জন সুস্থ হয়েছে। ১৭ জন মারা গেছেন। এখানেও তবলীগী জামায়াত বেশি অবদান রয়েছে। এখন মহারাষ্ট্রে চলে আসি, যা জনসংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে মহারাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল ১১,২৩,৭২, ৯৭২। মহারাষ্ট্রে করোনা ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। জনঘনত্বের নিরিখে মহারাষ্ট্রের প্রতি বর্গকিলোমিটারে কেবলমাত্র ৩৮৫ জন বসবাস করেন। করোনার সংক্রমণের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র এটি এক নম্বরে। ৩৬৫১ জন সংক্রামিত হয়েছিল। যার মধ্যে মাত্র ৩৬৫ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পেরেছে। রাজ্যে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২১১ জন।এক্ষেত্রেও দিল্লির নিজামুদ্দিনের মরকজের তবলীগী জামাতের বড় হাত রয়েছে। এখন দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গে কী ঘটছে।জনঘনত্বের নিরিখে গোটা দেশে পশ্চিমবঙ্গ তিন নম্বরে রয়েছে। অর্থাৎ প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০২৯ জন। ৬২ জন সুস্থ হয়েছে। ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবলীগী জামায়াত এখানেও নিজের অবদান রেখেছিল। একইভাবে, সম্পদের দিক দিয়েও দিল্লি অনেক বেশি। প্রতি বর্গকিলোমিটারে এখানে ১০২৯ জন লোক বসবাস করেন। ১৮৯৩ জন সংক্রামিত হয়েছে। ৭২ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে এবং ৪৩ জন মারা গেছে। দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন প্রতিদিন টেলিভিশনে বলছেন যে কেবল তবলীগী জামাতের লোকেরা বেশি সংক্রামিত। যার কারণে তাদের মৃত্যু ক্রমশ বাড়ছে। যেই কারণই থাক না কেন, খারাপ পারফরম্যান্স এর নিরিখে মহারাষ্ট্রের পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লি।এবার আসুন দিল্লির প্রতিবেশী হরিয়ানাতে।এখানকার জনসংখ্যা কিছুটা কম অর্থাৎ প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫৭৩ জন। এখানেও ২৩৩ জন সংক্রামিত হয়েছে, ৮৭ জন সুস্থ হয়েছে।মারা গিয়েছেন তিনজন। করোনা যুদ্ধে ১৪ নম্বর স্থানে রয়েছেন হরিয়ানা।এর পরে রয়েছে তামিলনাড়ু। তামিলনাড়ুতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫৫৫ লোক বসবাস করেন। তবে তামিলনাড়ুতে ১৩৭২ লোক আক্রান্ত হয়েছে। ৩৬৫ জন সুস্থ হয়েছেন এবং ১৫ জন মারা গেছে। সুতরাং, খারাপ পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে তামিলনাড়ু ২৩ তম স্থানে রয়েছে। পঞ্জাবের জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫৫০ এবং এখানে ২১৯ জন সংক্রামিত হয়েছিল, ৩১ জন সুস্থ হয়েছে এবং ১৬ জন মারা গেছে। এইভাবে, খারাপ পারফরম্যান্সে পাঞ্জাব একুশতম স্থানে রয়েছে। এর পরে, আমরা ঝাড়খণ্ডে আসি। ঝাড়খণ্ডের জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪১৪। এখানে কেবল ৩৫ জন লোক আক্রান্ত হয়েছে। কেউ এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়নি।২ জন মারা গেছে। তবুও ঝাড়খণ্ড দুর্বল পারফরম্যান্সে ২৮ তম স্থানে রয়েছে।অসমে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৯৭ জন লোক রয়েছে।এর মধ্যে ৩৫ জন সংক্রামিত হয়েছে, ১২ জন সুস্থ হয়েছে এবং একজন মারা গেছে। সুতরাং, অসমও খারাপ পারফরম্যান্সে ২৭ তম স্থান অর্জন করেছে অর্থাৎ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আরও ভাল।এখন গোয়া সম্পর্কে কথা বলা যাক। গোয়াতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩৯৭ আছে। এখানে কেবল মাত্র ৭ জন সংক্রামিত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি প্রত্যেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। অর্থাৎ করোনা মুক্ত হয়েছে গোয়া। এটি একটি পর্যটন কেন্দ্রিক রাজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্ধ্র প্রদেশের জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩০৮ জন। এখানেও ৬০৩ জন সংক্রামিত হয়েছে, ৪২ জন সুস্থ হয়েছে এবং ১৫ জন মারা গেছে। এইভাবে, অন্ধ্র প্রদেশের পারফরম্যান্স ভাল বলে বিবেচিত হবে না। তবে, এখানেও, তবলীগী জামাত দিল্লি থেকে ফিরে এসে সংক্রমণ আরও বাড়িয়েছে। গুজরাটে, আরও খারাপ অবস্থা, এর বর্গ কিমি প্রতি ৩০৮ ঘনত্ব রয়েছে। এখানে সংক্রামিত হয়েছে ১৬০৪ জন। ৯৪ জন নিরাময় হয়েছে, তবে ৫৮ জন মারা গেছে।এখানেও প্রশাসন তবলীগী জামাতকে দোষারোপ করছে। তারা দিল্লি মরকজ থেকে বিপুল সংখ্যায় এসেছিল এবং সংক্রমণ ছড়িয়ে দিয়েছে রাজ্যে। গুজরাট দুর্বল পারফরম্যান্সে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ওড়িশা পারফরম্যান্স ঠিক। তাদের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩০৮ জন বসবাস করে। ৬১ জন সংক্রমিত।২৪ জন নিরাময় হয়েছে এবং কেবল এক জন মারা গেছে।মধ্য প্রদেশের অবস্থা খুব খারাপ। মধ্য প্রদেশ হ"ল এমন একটি রাজ্য যা প্রতি বর্গকিলোমিটারের ঘনত্ব মাত্র ২৩৬ জনের। এতে ১৪০৭ জন সংক্রামিত হয়েছে। ১২৭ জন নিরাময় হয়েছে এবং ৭০ জন মারা গেছে। মধ্য প্রদেশ সরকার তবলীগী জামাতের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেছে। বিশেষত ভোপাল, ইন্দোর এবং উজ্জয়নে ইচ্ছাকৃতভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে দিয়েছে জামাতরা। এবার দেখুন রাজস্থানের পরিস্থিতি। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২০১ জন বসবাস করে। এখানে ১৩৫১ জন সংক্রামিত হয়েছে। ১৮৩ জন সুস্থ হয়েছেন এবং ১১ জন মারা গেছেন। এটি অনুসারে ছত্তিসগড়ের পারফরম্যান্সকে আরও ভাল বিবেচনা করা হবে। এখানে কেবল ২৩ জন লোক আক্রান্ত হয়েছে. একটিও মৃত্যু নয়। ১০ জন সুস্থ হয়েছে। একইভাবে উত্তরাখণ্ডে যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ১৮৯ জনসংখ্যা রয়েছে, যা ছত্তিশগড়ের মতোই। এখানে ৪২ জন সংক্রামিত হয়েছে। ৯ জন নিরাময় হয়েছে এবং মৃত্যু এখানেও ঘটেনি। এই দুটি রাজ্যই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে ভাল কাজ করেছে। মেঘালয় ১১ জন সংক্রামিত হয়েছে। কেউ উদ্ধার পায়নি। তবে একজন মারা গেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৮১ জন সংক্রামিত হয়েছে। ৫১ জন সুস্থ হয়েছে এবং ৫ জন মারা গেছে। প্রত্যেকেই তাবলীগী জামাতের সাথে যুক্ত। যদি আমরা দেখি, সমস্ত রাজ্যগুলি তাদের নিজ নিজ পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাল লড়াই করছে। তবে, এতে গোয়া, উত্তরাখণ্ড, বিহার, ছত্তিশগড়, অসম অন্যান্য বড় রাজ্যের চেয়ে ভাল করছে। সুতরাং এটি প্রয়োজন সবার লকডাউন অনুসরণ করে চলার। আপনার সরকারকে সহায়তা করুন।তবেই আমরা এই যুদ্ধটি সঠিকভাবে জিততে সক্ষম হব। সকলের ভালোর জন্যই এই উদ্যোগ।

(লেখক বরিষ্ঠ সম্পাদক, কলম্নিস্ট ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সংসদ)

এন আর সি'র খাড়া ও দুঃসহ যন্ত্রণাবিদ্ধরা

হরিগোপাল দেবনাথ

খবরের কাগজে প্রকাশিত বিশেষ বার্তা---" সাংসদে ঘোষণা এন আর সি নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি " বাহবা বাঃ অতি তাজ্জব ব্যাপার, অভিনব খবর বটে? সেলুকাস তো নেই এখন দেশে কাকে ডেকে বলা যায় যে, " বিচিত্র এই দেশ" ? এই দেশ আমাদের দেশ, আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষের খণ্ডাংশ আমাদের বর্তমানের প্রিয় বাসভূমি ব্রিটিশ ডিয়ার ইন্ডিয়া। বিশ্বকবি তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেছেন " অয়ি ভুবনমনোমোহিনী অয়ি নির্মল সূর্য করোজ্জল ধরনী/ জগজ্জননী-জননী। জনৈক অন্য কবিও গেয়েছেনঃ সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে/ সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে" ।

সত্যি বড় দুঃখ অনুভূত হয়, বড়ই আফশোস আসে মনে। ক্ষোভও জাগে মনে। আমরা কী হলুম এই ভেবেই মন বিষিয়ে ওঠে। ধিক্কার জাগে নিজেরই ওপরে। আমরা কী প্রতিদান দিতে পারলুম তাঁদেরই আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে যাঁরা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম বলে আমাদের জন্য নিজেদের জীবন, পরাধীন ভারতবর্ষের বেনিয়া ইংরেজ- শাসকদের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে, বেয়নটের খোঁচায় আহত হয়ে, ফাঁসির দড়িতে ঝুলে, দীপান্তরে নির্বাসিত হয়ে কিংবা ব্রিটিশের কারগারে অথবা লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে উপেক্ষায় অনাদরে পঁচে গলে মরে হাজারো প্রশ্ন জাগে। অন্তরে যাঁরা এত বড় ত্যাগ স্বীকারেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না তাঁরা কী পেলেন আজকের এই স্বাধীন খণ্ডিত ভারত থেকে? প্রশ্ন জাগে, আমরা যারা গণতন্ত্রে ধবজাধারীরা "জনগণের জন্যে, জনগণের দ্বারা ও জনগণেরই শাসন পাবার অমেয় প্রত্যাশা বুকে নিয়ে সংসাদের হোক কিংবা রাজ্য বিধানসভার, আমরাই বা কী পাচ্ছি ও কতটুকু পাচ্ছি? নাগরিকত্বের নায্যপ্রাপ্তি, দেশবাসীর প্রার্থিত অধিকার, মানবসমাজেরই অংশীদার হিসেবে কতটুকু কী পেয়েছি, কী পেলুম আর কী-ই পাবার প্রত্যাশা বাকী রয়েছে?

অতীতে পরাধীন ভারতবর্ষে আমাদের পূর্বপুরুষদের ক্ষোভ ছিল যথেষ্ট পরিমাণে যে বিদেশী হানাদারদের হাতে খেতে হচ্ছে বলে পেট পূরে নিজেদের রুচিমত খাবার খাওয়া যাচ্ছে না। তবে তাঁদরে মনেও এতটুকু সান্তনা হয়তো ছিল যে, দেশটাই যখন চলেছে বিদেশীদের দাপটে তখন আর কী আশা করব তাদের কাছে? কিন্তু, আমরা? আমরা ক্ষোভে ফুঁসছি, দুঃখে বিমনা হচ্ছি, হয়তো আমাদেরই কেউ অজানা আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইছে, কিন্তু ওইকে ভদ্রতা সভ্যতা, ভব্যতা শালীনতা বলে কে আমাদের একটা ঐতিহ্য রয়েছে।, এরই অবমানা করব কী করে? নতুবা---ভারতবর্ষে এন আর সি আইন চালু হয়েছিল আমারও জানা। তাও জানলুম মাত্র সে দিন আসমে যখন ৪১ লাখের ওপর বাঙালীকে ডি ভোটার বলে ঘোষণা করল অসম সরকার ওই এন আর সি-র দউলতে। তার আগে অবশ্য ডি-ভোটার আর ডিটেনশন ক্যাম্পের কথা লোকমুখে প্রচার থেকে শুনে এসেছি তারও আগে একবার শুনে ছিলুম, অসম রাজ্যেরই কোন এক ছাত্রসংস্থা দাবি তুলেছিল বাঙালীদের নাকি ওরা ডিএনএ পরীক্ষার দ্বারা নাগরিকত্ব দেবার জন্যে। সেদিনও বেজায় মেজাজা গরম হয়েছিল এ কারণে যে অসম রাজ্যের ছাত্রসংস্থাই যদি একটা সুলভ্য জনগোষ্ঠীর ও যে জনগোষ্ঠীটাই প্রকৃত বিচারে অসম-মাচির সুসন্তান, তাহলে ওই ছাত্রসংস্থাই যাক না দিল্লির মসনদে তাদের হুকুম জারী করতে আসমের বা দিল্লর মসনদে বসে যারা শাসকগিরি ফলাচ্ছেন তারা না হয় তাম্বুলমশলা চর্চিত জর্দাপাস মুখে পুরে নিয়ে হাতে বেহালা নিয়ে রাগচর্চা শুরু করে দিন। আর অসহায় বাঙালী, ভাসমান বাঙালী ছত্রভঙ্গ বাঙালী ত্রিনয়ের পাঁচালী বঘুরের রামায়ন পাঠ আর বৈরাগী হরি সংকীর্তনে ভিড়ে গিয়ে ভিরমি খেতে থাকুন।

২০১৪ সালে ভারতীয় রাজনীতির এক সুনামির প্লাবনে দিল্লিতে অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের যোদ মসনদে মোদিরাজ কায়েম হল। ব্যস তাতেই নাকির বাঙালীর চিতায় আগুন জ্বলে উঠল। কারণ ২০১৭ তে এসে গোটা অসম রাজ্যেই ৪১ লাখ বাঙালীর নাগরিকত্ব রদ হল, যাদের বলতে গেলে সকলেই ২০১৪ সালে কিংবা তারও পূর্বে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের মান্যতা ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে মতদান অর্থাৎ ভোট প্রদান করে দিল্লির ও দিসপুরের কেবিনেট গটন করেছিলনে। নাগরিকদের ভোটদান কর্তব্য যদি হয়ে থাকে, তবে সেই ভোটে নির্বাচিত মন্ত্রীসভার সদস্যদের দ্বারা ভোটারের নাগরিকত্ব খারিজ কাদের কর্তব্য সেটা জানা নেই, কারণ শিলেবাসে তা লেখা নেই। তখনই বোধ হয়, আমার মত ভারতীয় আপামর জনসাধারমের অধিকাংশ জানতে পারলেন আমাদের এন আর সি-র মাহাত্ম্যের কথা। গেল ২০১৪ সাল ।এল পরবর্তী অসম রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন। ফলাও করে দিল্লির বাদশা ও শাহেনশা বর্গ আর অসমের হোমড়া চোমড়া ও পাতিবর্গ অনেকেই ফলাও করে মাইক যোগে ঘোষণা করলেন---বিজেপি ক্ষমতায় এলে সবার নাগরিকত্বের সুরাহা হবে। অসহায় বাঙালী, বোকা বাঙালী, বিপন্ন বাঙালী, পূর্বে একবার মার-খাওয়া বাঙালী, ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নেচে ভোটদান করলেন, রাজ্যের মন্ত্রী বানালেন। কিন্তু কে জানতেন যে মন্ত্রীর হাতেই কুপোকাৎ হয়ে তাদের নাগরিকত্ব যাবে আর তারও ক্রমে হয় ডিটেনশন ক্যাম্পে অথবা রাষ্ট্রহীন নাগরিকের দেশে নির্বাসিত হবেন? চোখে নামল জল ধারা বুকে জ্বল মরণ জ্বালা ।কিন্তু এন আর সি বলে কথা। আবারও দিল্লিশ্বরের হুমকি---এন আর সি নাকি সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ তামিল করার ব্যবস্থাপনা। কিন্তু বিষয় হল, সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার আইন কার্যকরী করা---কোনমতেই সুপ্রীম কোর্ট আইন বা কোন বিল পাশ করাতে পারেন না। অথচ দিল্লিশ্বর জগদীশ্বরেরও ঊর্ধে উঠে গিয়ে তাদেরই মর্জি ভারতবাসীকে সুনিয়ে কৃতার্থ করলেন। দিল্লি থেকে আষাঢ়ের মেঘ গর্জনের ন্যায় বজ্রধ্বনি বিঘোষিত হল যে সারাদেশেই এন আর সি শুধু হবে নয়, হবেই। স্বয়ং গৃহমন্ত্রীজির সদম্ভ ঘোষণা। প্রথমে প্রকাশিত হল সারা ভারত। তারপর ভারতের কোনে কোনে উত্তাপ চড়তে শুরু করল। এল জোর ধাক্কা এন আর সি-র ছোটভাই সিএএ। একে কেউ বলেন 'ক্যা' কেউ উচ্চারণে বিভ্রাট করে বলতে থাকেন 'ক্যয়া' কেউ বা 'ক্যা' ইত্যাদি। তাতেও কেউই কেঁদে মরল, কেউ বা রোষে আগুন হয়ে জ্বলে উঠল। কয়েকটি রাজ্য সরকারও বঞ্চিতজের বিস্ফোরণ ঘটল। আবার ঘোষণা হল সর্বকাসিষ্ঠ ভাই---এন পি আর অর্থাৎ ভারতবাসীকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ফেলার অভিনব টেকনোলজি।, এসবের পেছনে মূল উদ্দেশ্যটা কি ছিল? তা কে বলবেন? কার বলার এত বড় স্বাধ্য যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে মুখ খুলবেন? অথচ মুখে কুলুপ আটিলেন রাজশক্তির ভয়ে। তবে, ভেতরে ভেতরে ফুসফুসানি তো ছিলই যে, ভারতের বুকে এখন যারা ইতিহাস বানাতে চেয়েছেন, তাদের আপকর্ম নিয়ে যাতে কেউ মুখ না খুলে তার জন্যই একটার পর একটা জবরদাস্ত চাপ সৃষ্টি করা হোক।

তাই এবার হল কী? না—এখন ফান্দে পড়িয়া বগায় (বকে) "ক্যা"রব ভোলে। অর্থাৎ ভোটে হেরে গিয়ে ক্ষমতা হারাবার ভয়ে সংসদ গর্ভ থেকেই ভারতের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজির মনোনীত রাষ্ট্রমন্ত্রী মশাই নিত্যানন্দ রাই ঘোষণা দিলেন এন আর সি নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই হয় নি।

প্রসঙ্গক্রমে একটা গল্প মনে পড়ে গেল এক ব্যষ্টি পাত্তানাদারদের যন্ত্রণায় বাড়িতে ঢুকতেই পারত না, কেননা বাড়িতে একের পর এক পাওনাদাররা এসে লোকটির স্ত্রী, ছেলে, মেয়েদের সামনেই তাগিদ করত ও যা তাও বলে যেত। এমতাবস্থায় সে একদিন নীরবে ও নিরালায় মাটিতে নখ দিয়ে আঁচড় কাটছিল কে, কত টাকা করে পাবে ও তার মোট দেনার পরিমাণ কত হয়। মোট দেনার পরিমাণ দেখেই তার মাথা ঘুরে গেল। সে তখন উপায়ান্তর না দেখে সব লেখাগুলোই পা দিয়ে মুছে ফেলে বলে উঠল ---'দূর শ্যালা? কেউ পারেনা। কারেরা কাছেই আমার কোন দেনা নেই।' তো এই হল আমাদের দেশের সংসদের আবস্থা। সাংসদদেরও অবস্থা তথৈবর্চ। আর মন্ত্রীবাবুদের তো অবস্থা আরও বিচিত্রতর। তাদের সম্পর্কে নীরব থাকাটাই বুদ্ধির কাজ হবে। কী বলেন পাঠকবর্গ?

তবে এক প্রসঙ্গে কতকগুলো প্রশ্ন অবশ্যই উঠে আসছে। প্রশ্নগুলো হল-(১) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিতবাবু যে ঘোষণা করেছিলেন---সারা দেশেই নাকি এন আর সি হবেই। এ ঘোষণা কি ফাঁটা বাঁশের খট্‌খটানি? কারণ, সরকারের যদি সিদ্ধান্তই না থাকে, তবে ঘোষণা দিলেন কী প্রকারে? নাকি, সরকরি সিদ্ধান্ত ছাড়াই নিজস্ব অভিমতই সরকারি সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন? নাকি, অবস্থা বেগতিক দেখে রীতিমত পৃষ্ঠ কোনটা?

(২) ক্যা, এন আর সি-র ভয়ে যারা আত্মহত্যা করলেন (খ) যারা ডিটেনশন ক্যাম্পের যন্ত্রণা সইতে না পেরে মারা গেলেন, (গ) যারা এ যাবৎ ক্যাম্পের ভেতরে ও বাইরে ক্ষতিগ্রস্ত হলেনও মানসিক কষ্ট ভোগ করলেন, তাদের সকলের ক্ষতি পূরণ কে করবেন কবে নাগাদ করবেন?

(৩) তাহলে কি বুঝতে হবে যে কেন্দ্রীয় সরকার তার পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতির খেলাপ চাপা রাখতে চেয়ে ওই এন আর সি, ক্যা ও এন পিআর এর হুমকি দেখিয়েছিলেন আর এখন জনমতের প্রবল চাপের কাছে নতি স্বীকার করছেন?

সর্বশেষে সংসদের এই অবমাননা দেশের সংহতি, মর্যাদা ওগণতন্ত্রে পবিত্রতা রক্ষায় কতদূর সহায়ক হয়ে উঠবে?

বাংলাদেশে করোনা মহামারী শেষ না হওয়া পর্যন্ত অসহায় মানুষের পাশে থাকবে জাতীয় হিন্দু মহাজোট : মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামানিক

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২০।। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব এডভোকেট গোবিন্দ চন্দ্র প্রামানিক বলেছেন, বাংলাদেশে করোনা মহামারী শেষ না হওয়া পর্যন্ত অসহায় মানুষের পাশে থাকবে জাতীয় হিন্দু মহাজোট।

তিনি বলেন,ইতিমধ্যেই লকডাউনে আটকে থাকা ২১ হাজার শ্রমজীবি ও গরিব মানুষকে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করা হয়েছে।

সোমবার বিকালে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে বাংলাদেশের মন্দিরের পাশাপাশি বিভিন্ন মসজিদে জীবাণুনাশক স্প্রে কর্মসূচি উদ্বোধন শেষে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন।সংগঠনটির সফল মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক বলেন, আগামীতে আরও ৫০ হাজার মানুষকে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

জাতীয় হিন্দু মহাজোট বাংলাদেশের ৫৩টি জেলার ১১৩টি উপজেলা ও ২৩৫৩ টি ইউনিয়নে একুশ হাজারেরও বেশী মানুষকে খাদ্য সামগ্রী (চাল, ডাল, তেল, লবন ও আলু) বিতরণ করেছে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ৪টি হরিজন কলোনীর ১৪৫০ জনকে ২৫ দিনের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে। মধ্যবিত্ত কর্মহীন সাময়িকভাবে অসহায়দেরকে নগদ অর্থ সহায়তা করেছে। এ ছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন মহল্লা সহ ৫৩টি জেলায় মন্দির, মসজিদ, অনাথ আশ্রম, রাস্তাঘাট বাজারে জীবানুনাশক স্প্রে করেছে। এছাড়া প্রতি বাড়ি বাড়ি গিয়ে করোনাভাইরাস বিষয়ে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেছে।গরিব মানুষের মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান, লিকুইড হ্যান্ডওয়াস, হ্যান্ড গ্লাভস বিতরন করেছে।এসকল কাজ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে হিন্দু মহাজোট এ যাবৎ ১৮ লক্ষ টাকার অধিক খরচ হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, দিনাজপুর, বাগেরহাট, যশোর, বরিশাল, নোয়াখালী, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, বগুড়া, নিলফামারী সহ ২৪ টি জেলায় প্রতিদিনই কার্যক্রম চলছে এবং অন্যান্য জেলায়ও স্বল্প বিরতিতে সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

হিন্দু মহাজোট মহাসচিব বলেন,আমরা ১২ জন ডাক্তার নিয়ে একটি মেডিকেল টিম গঠন করে বিনা মূল্যে টেলিফোনে চিকিৎসা পরামর্শ সেবা দিচ্ছি।মৃতদেহ সৎকার করার জন্য ৭ সদস্যের একটি টিমও তৈরী করা হয়েছে। যেহেতু করোনায় মৃত ব্যক্তির দেহ পরিবার বা আত্মীয় স্বজন স্পর্শ করছে না, লাশ পড়ে থাকার সংবাদ দেখা যাচ্ছে। সেই বিব্রতকর অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে হিন্দু মহাজোট নিজ খরচে ধর্মীয় বিধান মেনে সৎকার করবে।

করোনা প্রভাবিত বারাকপুরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে পরিদর্শনে গেলেন

বারাকপুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): করোনা প্রভাবিত উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাকপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাধু মুখার্জী রোডে পরিদর্শনে গেল জেলা প্রশাসন। নবান্নের নির্দেশে সোমবার এলাকায় যান জেলাশাসক চৈতালী চক্রবর্তী, পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, মহকুমা শাসক আবুল কালাম আজাদ ইসলাম সহ উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল।

বারাকপুর মহকুমা এলাকায় বেশ কয়েকজন করোনায় সংক্রমিত হয়ে বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। সেই কারনে বারাকপুর শহরকে রেড জোন হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে। এবার রেড জোন এলাকা পরিদর্শন করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রশাসনিক শীর্ষ কর্তারা। তারা সোমবার দুপুরে বারাকপুরের সাধু মুখার্জী রোডে আসেন। বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান উত্তম দাস ওই প্রশাসনিক দলকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছন করোনা আক্রান্ত রোগীর বাড়ির সামনের এলাকায়। ওই এলাকার বাসিন্দাদের সকলকে সম্পূর্ণ গৃহবন্দী থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোটা এলাকাটি কার্যত প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিল করে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ সাধু মুখার্জী রোড ঘুরে দেখে জেলা শাসক প্রশাসনের কর্তাদের জানান, বারাকপুর শহরকে রেড জোন এলাকা থেকে গ্রীন জোন এলাকায় পরিণত করতে হবে। আগামী ১৪ দিনের মধ্যে এই গ্রীন জোনে পরিণত করতে যা যা করা প্রয়োজন, সরকার সব রকম সহায়তা করবে স্থানীয় প্রশাসনকে।

এদিন জেলা প্রশাসনের কর্তাদের করোনা প্রভাবিত এলাকা পরিদর্শনের পর বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান উত্তম দাস সাংবাদিকদের বলেন, “বারাকপুর শহরকে রেড জোন থেকে গ্রীন জোনে আনতে যত রকম সহায়তা দরকার সব করতে প্রস্তুত সরকার। এই ঘটনায় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসা মোট ৮৬ জন ব্যাক্তিকে রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে সম্পূর্ণ হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। বারাকপুর বিএনবসু মহকুমা হাসপাতালের ফিভার ক্লিনিক যাতে ২৪ ঘণ্টাই চালু থাকে সেই পরিকল্পনা ৩ দিনের মধ্যে কার্যকর করার চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে এই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে যাতে রেশনিং ব্যবস্থা নিয়ে কোন ক্ষোভ না থাকে সেই কারনে রেশনিং দ্রব্য দ্রুত সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।”

করোনা পরিস্থিতিতে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ফোনে কথা

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): করোনা পরিস্থিতিতে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার টেলিফোনে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলিহর সঙ্গে কথা বলেন নরেন্দ্র মোদী। উভয় নেতা নিজ নিজ দেশে করোনা সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে একে অপরকে জানান। সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সম্মিলিত সমন্বয়ের রূপগুলি সক্রিয়ভাবে কার্যকর করার জন্য উভয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শুনে খুশি হন যে, মালদ্বীপে ভারতীয় চিকিৎসক দলকে আগে থেকেই কাজে লাগানো হয়েছিল এবং ভারত যে প্রয়োজনীয় ওষুধগুলি উপহার স্বরূপ দিয়েছিল, তা দ্বীপ রাষ্ট্রে এই সংক্রমণ বিস্তার নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহামারী কারণে মালদ্বীপের মত পর্যটন নির্ভর দেশে অর্থনীতিতে যে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতিকে আশ্বাস দিয়েছেন, কোভিড -১৯এর কারণে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে প্রভাব পড়েছে তা দূর করতে ভারত যথাযথ সাহায্য করবে।

স্বাস্থ্য সঙ্কট থেকে উদ্ভূত বিষয়ের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার অন্যান্য দিকগুলি নিয়ে উভয় দেশের আধিকারিকরা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রেখে চলবে বলে সহমত পোষণ করেন তাঁরা।

লকডাউনে গৃহবন্দি শচিন নিজেই কাটছেন নিজের চুল

মুম্বই, ২০ এপ্রিল (হি.স.): ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো থেকে বিরাট কোহলির পর এবার গৃহবন্দি শচিন তেন্ডুলকরের চুল কাটার ভিডিও ভাইরাল হল ইন্টারনেটে। তবে কারও সাহায্য নিয়ে নয়, নিজেই নিজের হেয়ার ডিজাইনার হয়ে গিয়েছেন মাস্টার-ব্লাস্টার। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে নিজেই নিজের চুল কাটার কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন তেন্ডুলকর।

লকডাউনে লকডাউনে একাধিক পরিষেবার সঙ্গে বন্ধ সেলুনও ফলে বন্ধ থাকায় বাড়িতে ট্রিমার চালিয়ে দাড়ি কাটার পুরুষদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে চুল-দাড়ি কাটার বিষয়টি। লকডাউনে ফুটবল ও ক্রিকেট সার্কিটের দুই গ্লোবাল সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো থেকে বিরাট কোহলির চুল কাটার ভিডিও সাম্প্রতিক সময়ে ভাইরাল হয়েছে ইন্টারনেটে। দু’টি ক্ষেত্রেই তাঁদের হেয়ার ডিজাইনার হয়ে ধরা দিয়েছিলেন তাঁদের বেটার-হাফরা। এই অবস্থায় শচিন তেন্ডুলকরের চুল কাটার ভিডিও ভাইরাল হল ইন্টারনেটে। তবে কারও সাহায্য নিয়ে নয়, নিজেই নিজের হেয়ার ডিজাইনার হয়ে গিয়েছেন মাস্টার-ব্লাস্টার। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে নিজেই নিজের চুল কাটার কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন তেন্ডুলকর।

ছবি পোস্ট করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শচিন লিখেছেন, স্কোয়্যার কাট থেকে নিজের হেয়ার কাট। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজ করি স্বাচ্ছ্যন্দের সঙ্গেই।

ছয়ের পাতায়

লকডাউন অমান্য, সোমবার অভাবনীয় পরিস্থিতি হাফলঙে

হাফলং (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড ১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে সমগ্র দেশে দ্বিতীয় পর্যায়ে লক ডাউন চলছে। আগামী ৩ মে পর্যন্ত সমগ্র দেশে লক ডাউন জারি থাকবে। তবে অসমের যে ২০টি জেলাকে গ্রিন জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে ডিমা হাসাও জেলা।

ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রিন জোন হিসেবে ঘোষিত জেলাগুলিতে ২০ এপ্রিলের পর লক ডাউন কিছুটা শিথিল করা হবে। এই ধারণা করে সোমবার লক ডাউন অমান্য করে হাফলঙে প্রচুর মানুষ বাজারে ভিড় জমান। এমন-কি পুলিশের অনুমতিবিহীন ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়েন অনেকেই। বাধ্য হয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে পুলিশকে। লক ডাউন অমান্য করে রাস্তায় বেরোনোয় অনেককেই আজ পুলিশের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে।

উল্লেখ্য, কোভিড ১৯ রোগ নিয়ে ডিমা হাসাও জেলার মানুষ এখনও যে সচেতন নন কার্যত এমন দৃশ্যই হাফলঙে পরিলক্ষিত হয়েছে সোমবার। সরকার প্রদেয় বিনামূল্যে চাল সংগ্রহ করতে হাফলং স্টেটফেডে আজ এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। লক ডাউনের সব নিয়ম নীতি অমান্য করে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে চাল নিতে ভিড় করেন অসংখ্য পুরুষ মহিলা হাফলং স্টেটফেডে। এমন-কি সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করে হাফলঙে অত্যাবশক পণ্য সামগ্রীর দোকান ছাড়াও অনান্য দোকান খুলতে দেখা গেছে। তবে সাংবাদিকদের দেখে এ সব দোকান বন্ধ হয়ে যায়।

শহরের কিছু স্থানে পানের দোকান ও মোটরপার্টসের দোকান খোলা ছিল। ২০ এপ্রিলের পর কী কী দোকান খোলা থাকবে এ নিয়ে এখনও সরকারি ভাবে জেলার মানুষকে জানানো হয়নি। তবে সোমবার হাফলং শহরের দৃশ্য দেখে মনে হয়েছে লক ডাউন নিয়ে সাধারণ মানুষ এখনও উদাসীন। সরকারি ভাবে সাধারণ নাগরিকদের ঘরে থেকে লক ডাউন মেনে চলার আহ্বান জানানোর পরও লক ডাউন অমান্য করে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন হাফলং শহরের একাংশ মানুষ। তাই এখনও যদি করোনা ভাইরাস নিয়ে সচেতন না হন সাধারণ মানুষ তা হলে আগামী দিনে সংক্রমণের বিপদ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছে জেলার সচেতন মহল।

তামিলনাড়ু: পঞ্চায়েত কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে তিরুপুর জেলার তিরুপ্পুর ব্লকের মঙ্গলম পঞ্চায়েতে স্যানিটাইজেশন করা হয়েছে।

নাগাল্যান্ড: রাজ্যে কোভিড-১৯ মহামারী সম্পর্কে সরকারের প্রস্তুতি পর্যালোচনা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য, মুখ্যসচিব তেমজেন টয়ের (আইএএস) নেতৃত্বে একটি বিশেষ উপদেষ্টা গোষ্ঠী (এসএজি) গঠন করা হয়েছে। ডিমাপুরের কুহুবোতো ব্লকের শোযুখু গ্রামের গৃহহীন মানুষদের কাছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি (এসএইচজি) রান্না করা খাবার পৌঁছে দিচ্ছে এবং গ্রামীণ স্তরে একটি সংস্থা ডিমাপুরের চুমুকিডিমা ব্লকের সিগন্যাল আঙ্গামি গ্রামের প্রতিটি দিন মজুর শ্রমিক পরিবারকে ১০ কেজি করে চাল সরবরাহ করেছে।

লকডাউন : আজ থেকে অসমে নতুন নিয়ম, খুলবে সরকারি প্রকাশ্য স্থানে থুথু বা পানির পিক ফেললে জরিমানা

গুয়াহাটি, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ৩ মে পর্যন্ত যথারীতি লকডাউন চলবে অসমে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের মধ্যে শিথিলতা দিলেও অনেক ক্ষেত্রে কড়া ওষুধ প্রয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে। সোমবার খানাপাড়ায় আসাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজের মিলনায়তনে রাজ্যের মুখ্যসচিব ও পুলিশপ্রধান এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন।

পুলিশপ্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্তকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ জানান, আগামী কাল থেকে রাজ্যের সরকারি কার্যালয়গুলি খুলবে। উপসচিব পদমর্যাদা থেকে অন্য সব আধিকারিকদের উপস্থিত থাকতে হবে নিজের নিজের দফতরে। এছাড়া নির্দিষ্ট মেয়াদে গ্রেড ফোর, গ্রেড থ্রি ৩০ শতাংশ উপস্থিত থাকেবন।

কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য সরকারি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেউ ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ে কার্যালয়ে আসতে পারবেন না। এছাড়া আগামী ৩ মে পর্যন্ত সচিবালয়ে বাইরের কোনও ব্যক্তি বা অন্য কার্যালয়ের আধিকারিকের যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে সচিবালয় সহ অন্য সব কার্যালয়ের আধিকারিক ও কর্মচারী, এমন-কি সাধারণ নাগরিকদের সামাজিক ব্যবধান বজায় রেখে মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তিনি জানান, পাঁচজনের বেশি মানুষ কোথাও জড়ো হতে পারবেন না।

মুখ্যসচিব জানান, কৃষিকর্মে কোনও বাধা আরোপ করা হয়নি। এছাড়া কিছু কিছু উদ্যোগ ক্ষেত্রে শিথিলতা দেওয়া হয়েছে, যেমন সার, বীজ, কীটনাশক ওষুধ উৎপাদন কেন্দ্র ও দোকান, চা উৎপাদন এবং প্যাকেজিং কেন্দ্র, পাটশিল্পকে লকডাউনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। চলবে ২৩০টি খাদ্য প্রস্তুতকারী উদ্যোগ। তবে এগুলিতে ৫০ শতাংশ কর্মী কাজে যেতে পারবেনউ গোশালার ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ নেই। খোলা থাকবে ইটভাট্টা। শ্রমিকদের একটি নির্দিষ্টি জায়গায় রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এলাকার জেলাশাসকের কাছে অগ্রিম আন্ডারটেকিং দিতে হবে। জানান, ই-কমার্চ এবং ডিজিটাল অর্থনীতির কাজকর্ম চলবে।

এককথায় অত্যাবশক সামগ্রী ছাড়া বাকি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। খোলা থাকবে হিমঘরও। এছাড়া প্রয়োজনে ইলেক্ট্রিশিয়ান, জলের মিস্ত্রি, মোটর মেকানিক, কাঠমিস্ত্রি প্রভৃতি স্বনিয়োজিত কর্মীরা নিয়মের মধ্যে তাঁদের কাজ করতে পারবেন।

এভাবে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সব ক্ষেত্রের বাধা প্রত্যাহার করা হয়েছে। পানীয় জল এবং জলসেচের সঙ্গে জড়িত কাজেও বাধা নেই। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানকারী শ্রমিকদের একদিনের জন্য তাঁদের নিজের নিজের বাড়িঘরে যাতায়াতের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হবে।

এছাড়া সপ্তাহে ৩ দিন, ৩ ঘণ্টার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রমের বিপণি খোলা থাকবে বলে জানান মুখ্যসচিব।

রাজ্যের মুখ্যসচিব বলেন, এককথায় অসমে লকডাউন শিথিল হচ্ছে না। লকডাউনের নিয়ম মানতেই হবে। না মানলে কঠোর ব্যবস্থার সম্মুখিন হতে হবে। কেবল ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টই নয়, ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৬৯/২৭০ ধারায় মামলার মুখোমুখি হতে হবে লকডাউন ভঙ্গকারীর। মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলে, ধরা পড়লে রক্ষে নেই। তাছাড়া পরিচয়পত্র রাখতে হবে সকলকে। সর্বাবস্থায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতেই হবে।

এছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে জড়িত কাউকে পুলিশ বাধা দেবে না। যদি কোনও পুলিশ কর্মী এ ধরনের কাজ করেন তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রকাশ্য স্থানে পানের পিক বা প্রস্রাব করলে ভরতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৬৯/২৭০ ধারায় মামলা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

কী কী বন্ধ থাকবে, তা-ও জানান মুখ্যসচিব। জানান, রেল, গণপরিবহণের বাস, টেক্সি, ক্যাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সিনেমা হল, শপিং মল, জিমখানা, সুইমিং পুল, পার্ক, থিয়েটার, বার, ধর্মীয় স্থান ইত্যাদি বন্ধ থাকবে। এছাড়া সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং জনসমাগমে বাধা আরোপ করা হয়েছে। কোনও মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্যের জন্য ২০ জনের বেশি মানুষকে জমায়েত হতে দেওয়া হবে না। পরিযায়ী শ্রমিকরা এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যেতে চাইলে একবার অনুমতি পাবেন।

এক জিজ্ঞাসার উত্তরে মুখ্যসচিব জানান, অসমের বিভিন্ন প্রান্তে ১৬৪১ জন মানুষ লকডাউনের বলে আটকে পড়েছেন। তাঁদের বেশিরভাগ ঝাড়খণ্ড, মেঘালয়, ওড়িশার। এছাড়া অসমের ৯০০০ শ্রমিক রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আবদ্ধ।

করোনায় বাংলাদেশে মৃত্যু ১০০ ছাড়াল, নতুন শনাক্ত ৪৯২

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২০।। করোনাভাইরাসে দেশে নতুন করে ১০ জনের মৃত্যু হওয়ায় সোমবার এ সংখ্যা ১০১ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া নতুন করে ৪৯২ জন শনাক্ত হওয়ায় এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯৪৮ জনে।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসিমা সুলতানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ২৭৭৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নতুন মৃতদের মধ্যে আটজন পুরুষ এবং দুজন নারী। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১০ জনসহ মোট সুস্থ হয়েছেন ৮৫ জন।করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার ৭৫৮। প্রাণঘাতী ভাইরাসটি গত ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৬ হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের সর্বশেষ পরিসংখ্যান জানার অন্যতম ওয়েবসাইট ওয়ার্লেমিটারের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকাল পর্যন্ত কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বিশ্বের ২৪ লাখ ৭ হাজার ৩৩৯ জন। এদের মধ্যে বর্তমানে ১৫ লাখ ৭১ হাজার ২৯ জন চিকিৎসাধীন এবং ৫৪ হাজার ২১৮ জন (৪ শতাংশ) আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন।এ পর্যন্ত করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে ৬ লাখ ১৭ হাজার ২৩ জন (৭৯ শতাংশ) সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং ১ লাখ ৬৫ হাজার ৬৯ জন (২১ শতাংশ) রোগী মারা গেছেন।করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

ভারতের চেন্নাইয়ে আটকে পড়া ১৬৪ বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২০।। করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে ভারতজুড়ে লকডাউন ঘোষণার পর চেন্নাইয়ে আটকা বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যে প্রথম ধাপে সোমবার দেশে ফিরেছেন ১৬৪ জন।সরকারের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় নয়াদিলি:র বাংলাদেশ হাইকমিশন প্রথম ধাপে তাদের ফেরত পাঠিয়েছে।চিকিৎসার জন্য ভারতে গিয়ে আটকা পড়া অনেকেই আগামী কয়েক দিনে আরও কয়েকটি ফ্লাইটের মাধ্যমে দেশে ফিরতে পারবেন।

নয়াদিলি:র বাংলাদেশ হাইকমিশন জানিয়েছে, বাংলাদেশ মিশনের সহায়তায় কলকাতা, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চল থেকে বাংলাদেশিরা ফিরে এসেছেন।কলকাতা ও চেন্নাইয়ে আটকা পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স।ইউএস-বাংলা জানিয়েছে, তারা আগামী ২৫ এপ্রিলের মধ্যে ঢাকা-চেন্নাইয়ে

ছয়ের পাতায়

লকডাউনের বিধিনিষেধের মধ্যে মঙ্গলবার থেকে ডিমা হাসাও জেলার

হাফলং (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : প্রায় ২৮ দিন পর মঙ্গলবার থেকে খুলবে সব সরকারি কার্যালয়। গত ২৩ মার্চ থেকে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীনে থাকা সরকারি কার্যালয়গুলি আবার খুলছে আগামীকাল থেকে। সরকারি নীতি নির্দেশিকা মেনে ডিমা হাসাও জেলায় সব সরকারি কার্যলয় মঙ্গলবার থেকে কার্যক্ষম হবে এবং প্রত্যেকটি সরকারি কার্যালয়ে ৩৩ শতাংশ কর্মচারী উপস্থিত থাকার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম-এর অনুমোদনের পর পরিষদের অধীনে থাকা সব কয়টি সরকারি কার্যালয় মঙ্গলবার থেকে খুলবে বলে সোমবার এক নির্দেশ জারি করেন পার্বত্য পরিষদের নর্মাল সেক্টরের প্রধানসচিব মুকুট কেম্প্রাই। তবে সরকারি কার্যালয়গুলি মঙ্গলবার থেকে কার্যক্ষম হলে সব কর্মচারীকে সরকারি নীতি নির্দেশিকা মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করতে হবে। তাছাড়া সরকারি কার্যালয়ের কর্মীদের মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া মদ, তামাকজাত দ্রব্য সহ গুটখা পান নিষিদ্ধ করা হয়েছে সমগ্র জেলায়।

এদিকে ডিমা হাসাও পুলিশ দ্বি-চক্র যানে একজন এবং চার চাকার গাড়িতে দুজনের বেশি চলাফেরা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তবে যাঁরা গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করবেন তাঁদের বৈধ পাস থাকতে হবে। অন্যদিকে ডিমা হাসাও জেলায় হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ৮০৩ জনের মধ্যে ৫০৪ জনের ২৮ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনের সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া অতিরিক্ত ৭৮ জন কোভিড ১৯-এর কোনও উপসর্গ ছাড়া ১৪ দিনের সময়সীমা অতিক্রম করে ফেলেছেন বলে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

৪ মাসের বেতন নেবেন না ইতালিয়ান ক্লাব এএস রোমার ফুটবলাররা

রোম, ২০ এপ্রিল (হি.স.): করোনা মহামারির রমরমায় ক্রীড়া ক্ষেত্রও বিপাকে। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মূলক ক্রীড়া বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়তে চলেছে একাধিক ক্রীড়া সংস্থা। এই অবস্থায় ক্লাবকে সাহায্য করার জন্য ৪ মাসের বেতন নেবেন না ইতালিয়ান সিরি’আ লিগের ক্লাব এএস রোমার ফুটবলাররা।

করোনার কারণে সিরি’আ স্থগিত রয়েছে ০৯ মার্চ থেকে। চলতি মরসুমে পুনরায় শুরু হবে কিনা তা এখনও অনিশ্চিত। এক মাসেরও অধিক সময় ধরে ফুটবল স্থগিত থাকায় বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবগুলো। বিভিন্ন ক্লাব হাঁটছে খেলোয়াড়দের পারিশ্রামিক হ্রাসের পথে। সেই পথে এবার পুরো ৪ মাসের বেতন না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ‘রোমান গ্লাডিয়েটর’রা। রোমা এক বিবৃতিতে জানায়, মার্চ-জুন এই চার মাসের বেতন নেবে না তাদের খেলোয়াড়রা। রোমা আরও জানায়, তাদের খেলোয়াড়রা ক্লাবের অন্যান্য কর্মীদের বেতন চালু রাখবে। এছাড়া ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তারা তাদের আয়ের একটা অংশ নেবেন না।

ক্লাবের প্রধান নির্বাহী গুইদো ফিয়েঙ্গা বলেন, ‘রোমায় আমরা সবসময় একতার কথা বলি এবং খেলোয়াড়, কোচ ও কর্মকর্তাদের বেতন হ্রাসের জন্য স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করছি। আমরা সবাই প্রমাণ করেছি, আমরা একসঙ্গে আছি।’

রোমা ছাড়াও সিরি’আ লিগের অন্যান্য ক্লাব জুভেন্টাস, পার্মা এবং কালিয়ারির খেলোয়াড়রাও বেতন হ্রাসে রাজি হয়েছেন।

বারাকপুরে রোগীর সংস্পর্শে আসায় ৮৬ জনকে পাঠানো হল হোম কোয়ারান্টিনে

বারাকপুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাকপুরে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসায় ৮৬ জনকে পাঠানো হল হোম কোয়ারেন্টাইনে। গত ৪৮ ঘণ্টা আগে পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মধ্যবয়স্ক এক বেসরকারি হাসপাতালের কর্মী করোনায় সংক্রমিত হন। যে বেসরকারি হাসপাতালে তিনি কর্মরত ছিলেন সেখানেই তাকে বর্তমানে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার জেরে নড়েচড়ে বসেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন।

এদিন জেলা প্রশাসনের কর্তারা বারাকপুর পুরসভার করোনা প্রভাবিত এলাকা পরিদর্শনে যান। সঙ্গে ছিলনে পুরপ্রধান উত্তম দাস। তিনি বলেন, “বারাকপুর শহরকে রেড জোন থেকে গ্রীন জোনে আনতে যত রকম সহায়তা দরকার সব করতে প্রস্তুত সরকার। এই ঘটনায় করোনা আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসা মোট ৮৬ জন ব্যাক্তিকে রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে সম্পূর্ণ হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। বারাকপুর বিএনবসু মহকুমা হাসপাতালের ফিভার ক্লিনিক যাতে ২৪ ঘণ্টাই চালু থাকে সেই পরিকল্পনা ৩ দিনের মধ্যে কার্যকর করার চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে এই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে যাতে রেশনিং ব্যবস্থা নিয়ে কোন ক্ষোভ না থাকে সেই কারনে রেশনিং দ্রব্য দ্রুত সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

করোনা সংক্রমণ রোধে দেশজুড়ে জেলা প্রশাসন ও গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির শব্দ উদ্যোগ নিয়েছে

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): করোনা মহামারীর সংক্রমণ রোধে দেশের জেলা প্রশাসন ও গ্রাম পঞ্চায়তগুলি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছে। সোমবার এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রক। এদিন বেশ কিছু কর্মকাণ্ড উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা হল যাতে অন্যেরা তা অনুসরণ করতে পারে।

মধ্য প্রদেশ: ’’আজীবিকা’’ কর্মসূচির আওতায়, রাজগড় জেলায় মাস্ক সেলাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে, যাতে সেগুলি এই জেলার অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিতরণ করা যায়। ভোপাল জেলার হুযুর তহসিলে অবস্থিত আছরপুরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করেছেন। নরসিংহপুর জেলার চিচলি ব্লকের খামারিয়া পঞ্চায়েতে সচেতনতামূলক দেওয়াল চিত্রায়ন (ওয়াল পেইন্টিং) করা হয়েছে।

করোনায় আক্রান্ত অ্যাপোলো হাসপাতালের কর্মী

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি স): ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। করোনা আতঙ্কে ঘুম উড়েছে শহরবাসীর।আতঙ্কের মধ্যেই ফের আতঙ্ক।এবার করোনা আক্রান্ত অ্যাপোলো বেসরকারি হাসপাতালে এক কর্মী।

সূত্রের খবর,করোনা আক্রান্ত বাইপাসের ধারে অ্যাপেলো বেসরকারি হাসপাতালের কর্মী। হাসপাতালে ভর্তি ক্যান্সার আক্রান্তের শরীরেও মিলেছে সংক্রমণ। সংস্পর্শে আসায় হাসপাতালের. চিকিৎসক-নার্স-স্বাস্থ্য কর্মী সহ ৩০ জনকে পাঠানো হল কোয়ারেন্টিনে।

উল্লেখ্য,গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৫৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ মিলেছে। ফলে এই মুহূর্তে রাজ্য করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২৪৫। অন্যদিকে রাজ্যে করোনা সংক্রমণ থেকে সেরে উঠেছে ৭৩ জন।রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৫৪৬৯টি”।

হুগলিতেও খুললনা জুটমিল

হুগলি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করছিলেন পনেরো শতাংশ শ্রমিক দিয়ে জুটমিল চালানো যাবে। সেই মতো জেলাতে সোমাবার জুট মিলগুলি খোলার কথা থাকলেও তা খুললো না।কোম্পানি কোনো নোটিশ দেয়নি মিল খোলার জন্য।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি মানতে চাইছে না জুটমিল শ্রমিকেরা। শ্যামনগর নর্থ এংগাস নর্থব্রুক ডালহৌসি, ভদ্রেশ্বর এলাকার এই সব জুটমিল বন্ধ রয়েছে দেখা গেল। শ্রমিক দের দাবি, এখনও কোনও বকেয়া মাইনে পায়নি শ্রমিকরা। প্রধানমন্ত্রী ও এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলা সত্ত্বেও মিল কতৃপক্ষের কোন সদিচ্ছা

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

এই সময়ে বাড়িতে কারও জ্বর হলে যা করবেন

দেশে দিনে দিনে করোনাভাইরাসের সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। কাজেই সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সতর্ক হওয়ার সময় এখনই। কিন্তু এর মধ্যেই যদি বাড়িতে কারও জ্বর আসে কিংবা গলাব্যথা, কাশি দেখা দেয় তাহলে করণীয় কী, তা নিয়ে অনেকেই চিন্তায় রয়েছেন। বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে, করোনার সংক্রমণের পরীক্ষা হোক বা না-হোক এখন প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে অসুস্থ ব্যক্তিকে সবার থেকে আলাদা করে ফেলা। কিন্তু সেটা কীভাবে করবেন? আসুন এ সম্পর্কে নিয়মকানুনগুলো জেনে নিই।

১. অসুস্থ ব্যক্তিকে এমন একটি ঘরে রাখতে হবে, যা অন্য কেউ ব্যবহার করবেন না। ওই ঘরের সঙ্গে আলাদা টয়লেট থাকলে খুবই ভালো। খাওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা ছাড়া বাকি সময় কক্ষটি বন্ধই থাকবে। প্রয়োজনীয় খাবার ও জিনিস দরজার কাছে রেখে দূরে সরে যেতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তি দরজা খুলে তা সংগ্রহ করবেন।

২. অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের দেশে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা সম্ভব না---ও হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি বা দুটি ঘরে অনেক মানুষ বসবাস করে। এমন পরিস্থিতিতে সবাইকে এমনভাবে থাকতে হবে, যেন অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে কমপক্ষে ৩ ফুট বা ১ মিটার দূরত্ব বজায় থাকে। সেবাদানকারী ব্যক্তি একটানা ১৫ মিনিটের বেশি অসুস্থ ব্যক্তির কাছাকাছি অবস্থান করবেন না।

৩. রোগীর ব্যবহার্য জিনিসপত্র, জামাকাপড়, তোয়ালে-গামছা সব আলাদা করে ফেলতে হবে। এগুলো আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই পরিষ্কার করবেন এবং পরিষ্কার করার সময় কমপক্ষে ৩০ মিনিট ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুতে হবে। পরিষ্কার করার সময় গ্লাভস ব্যবহার করতে পারলে ভালো হয়।

৪. রোগী এবং ঘরে অবস্থানকারী প্রত্যেকেই মাস্ক ব্যবহার করবেন।

৫. যদি আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করা না যায়, তাহলে ব্যবহারের পর রোগী নিজেই টয়লেট জীবাণুনাশক দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন, কমোডের ঢাকনা বন্ধ করে ফ্ল্যাশ করবেন এবং টয়লেটের একজস্ট ফ্যান চালিয়ে রাখবেন। রোগীর ব্যবহারের কমপক্ষে ৩০ মিনিট পর অন্যরা টয়লেট ব্যবহার করবেন।

৬. আক্রান্ত ব্যক্তি হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় অবশ্যই টিস্যু দিয়ে নাক-মুখ ঢাকবেন এবং নিজের সব বর্জ্য একটা পলিথিনের ব্যাগে মুড়ে ঢাকনা দেওয়া বিনে ফেলবেন। পলিথিনের ব্যাগটি রোজ মুখ বন্ধ করে নিজেই ঘরের বাইরে রেখে দেবেন। অন্যরা সেই ব্যাগটি বাইরে ময়লার বালতিতে ফেলার সময় গ্লাভস ব্যবহার করবেন ও স্পর্শ করার পর হাত ধুয়ে ফেলবেন। ৭. আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিচর্যা করার আগে-পরে হাত সাবান-পানি দিয়ে ধুতে হবে। যতটা সম্ভব কাছে না গিয়ে পরিচর্যা করতে হবে। বাড়িতে পর্যাপ্ত ঘর না থাকলে অথবা পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি হলে কিংবা পরিবারে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি থাকলে জ্বরের রোগীকে সরকার নির্ধারিত আইসোলেশন সেন্টারে নিয়ে রাখা যেতে পারে। রোগী বাড়িতে থাকলে চিকিৎসকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র নিন।

ঘরেই মাস্ক বানালেন বিদ্যা বালান, দিয়া মির্জা ও সোনু সুদ

বলিউড তারকারা সচেতন। তাই লকডাউন শুরু হওয়ার আগেই 'প্যাক আপ' করে ঘরে ঢুকে পড়েছেন তাঁরা। তবে ঘরে কিন্তু বসে নেই এই তারকারা। নানা ভিডিও বানাচ্ছেন। নাচছেন, গাইছেন, ছবি আঁকছেন, রান্না করছেন, বই পড়ছেন, অনলাইন কোর্স করছেন। আবার নতুন নতুন ট্রেন্ডের জন্ম দিচ্ছেন। সর্বশেষ হ্যাশট্যাগ ট্রেন্ডের নাম, 'আপনা দেশ, আপনা মাস্ক'।

বিদ্যা বালান ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও শেয়ার করেন। নিজেই বিভিন্ন কাপড় ব্যবহার করে মাস্ক বানান তিনি। ভিডিওতে বিদ্যা জানান, সারা বিশ্বেই মাস্কের ঘাটতি পড়েছে। তাই বাড়িতেই বানিয়ে নিতে বললেন নিজের মাস্ক। বললেন, 'আপনার ঘরে পুরোনো শাড়ি, রুমাল, ওড়না, স্কার্ফ বা যেকোনো কাপড় দিয়ে মাস্ক বানিয়ে পরতে বলেছেন। কারণ, এই মাস্ক করোনা থেকে অনেকখানি সুরক্ষা দিতে পারে।

এ ছাড়া ঘরে বসে বিদ্যা বালান চার্লি চ্যাপলিনের ১৩১তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছেন ১৬ এপ্রিল। সেখানে তিনি চার্লির বেশে নিজের ফটোশুটের ভিডিও প্রকাশ করেছেন। অক্ষয় কুমারের সঙ্গে পুরোনো ভিডিও শেয়ার করেছেন ভক্তদের সঙ্গে। 'মুম্বাই রোটি ব্যাংক'—এ অর্থ বা খাবার দিতে বলেছেন। ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, সাংবাদিকসহ এই দুঃসময়ে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেও ভুল করেননি।

বাড়িতে মাস্ক বানিয়েছেন দিয়া মির্জাও। বলেছেন, 'ভারত ঘরেই মাস্ক বানিয়ে পরার অভ্যাস করলে সুরক্ষিত থাকবে।' দিয়া নিজের বানানো মাস্ক দেখিয়ে অন্যদেরও মাস্ক বানাতে বলেছেন। সোনু সুদও ঘরে বসে নিজেই নিজের মাস্ক বানিয়েছেন। আর সবাইকে উদ্বুদ্ধও করেছেন।

বিদ্যা বালানকে সর্বশেষ দেখা গেছে, অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'মিশন মঙ্গল' ছবিতে। এরপর তাঁকে দেখা যাবে অনু মেননের পরিচালনায় গণিতবিদ শকুন্তলা দেবীর বায়োপিকে। আর অমিত মাসুরকারের পরিচালনায় 'শেরনি' ছবিতে।

ডায়াবেটিস রোগীদের ব্যায়াম

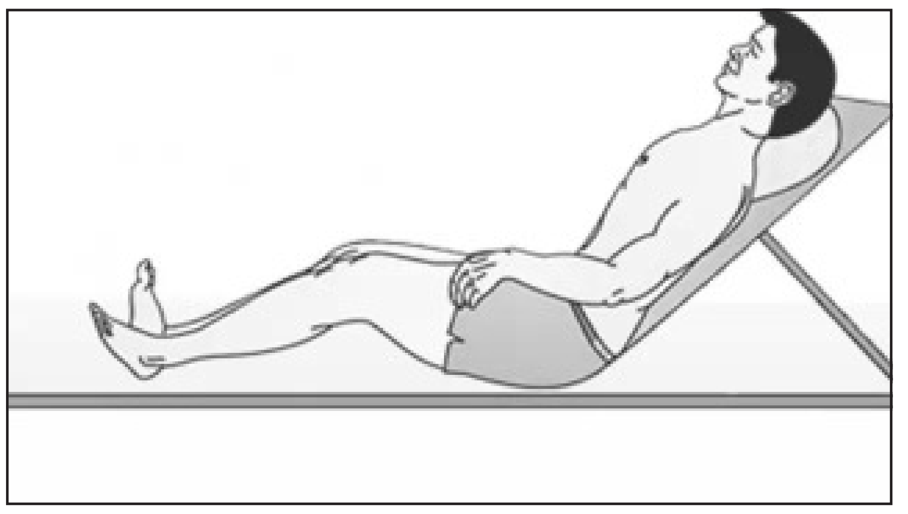

ডায়াবেটিসের রোগীদের করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত বেশি। আবার তাঁরা আক্রান্ত হলে জটিলতা ও মৃত্যুর ঝুঁকিও অপেক্ষাকৃত বেশি। বিশেষ করে যাঁদের ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত, তাঁদের ঝুঁকি অন্য ডায়াবেটিস রোগীদের চেয়ে বেশি। তাই এ সময় এই রোগীদের খুবই সাবধানে থাকতে হবে। বাইরে যাওয়া যতটা সম্ভব এড়াতে হবে। এদিকে বাইরে যাওয়া বন্ধ থাকায় ব্যায়ামও প্রায় বন্ধ। এতে আবার ডায়াবেটিস বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। সেগুলো হলো

১. প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় নিয়ম করে বাসায় হাঁটুন।

২. বাসা তেমন বড় না হলে ছাদে হাঁটা যেতে পারে। তবে ছাদে বেশি লোকসমাগম হলে সেখানে যাওয়ার দরকার নেই।

৩. একবারে ৩০ মিনিট হাঁটতে না পারলে তিনবারে হাঁটুন। সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার ও রাতের খাবারের দেড় ঘণ্টা পর ১৫ মিনিট (না পারলে ১০ মিনিট) করে হাঁটুন।

৪. এখনো আগের মতোই নিয়ম করে হাঁটা শুরুর আগে ওয়ার্মিং আপ ও পরে কুলিং ডাউন করবেন। ৫-১০ মিনিট খালি হাতের ব্যায়াম করুন।

৫. যাঁদের পক্ষে সম্ভব ট্রেডমিল মেশিন, ঘরে ব্যবহারযোগ্য সাইকেলে ব্যায়াম করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ২০ মিনিটের ব্যায়ামই যথেষ্ট।

৬. দেয়াল বা কোনো বড় শক্ত কাঠামোর বিপরীতে হাত ও পা দিয়ে চাপ দিয়ে কয়েক সেকেন্ড শরীরের ওজন ধরে রাখুন (রেজিসস্ট্যান্স এক্সারসাইজ)।

৭. কম বয়সীরা দড়ি লাফ (দিনে ৩০০ বারের মতো) দিতে পারেন।

৮. অস্থিসন্ধির (জয়েন্ট) নড়াচড়ার ব্যায়াম করতে হবে (যেমনহাঁটু বাঁকা ও সোজা করা, কোমর, ঘাড়, গোড়ালি, কনুইয়ের ব্যায়াম ইত্যাদি)।

এ সময় যে বিষয়গুলোয় সতর্ক থাকবেন

৯. এ সময় বাড়ির বাইরে হাঁটা একদম নিষেধ।

১০.পাবলিক ব্যায়ামাগার, সুইমিংপুল, খেলার মাঠ ইত্যাদি জায়গায় যাওয়া চলবে না।

১১. রোজ নির্দিষ্ট সময়ে ব্যায়াম করুন। কোনোদিনই যেন বাদ না পড়ে। একদিন হঠাৎ করে অনেক বেশি সময় ব্যায়াম করবেন না।

১২. অসুস্থ হলে, জ্বর বা ডায়রিয়া হলে ব্যায়াম বন্ধ রাখুন।

অভিষেক—ঐশ্বরিয়ার ১৩তম বিবাহবার্ষিকী, ১৩ তথ্য

ভারত দীর্ঘদিন ধরে লকডাউনে। এবারের মতো বিবাহবার্ষিকী আর আসেনি অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাইয়ের। আজ ২০ এপ্রিল এই তারকা জুটির ১৩তম বিবাহবার্ষিকী। অনেকের কাছেই তাঁরা আদর্শ জুটি। যাহোক, ফিল্মফেয়ার, গলফ নিউজ, টুইটার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে এই জুটির ১৩তম বিয়ের দিন উপলক্ষে থাকল ১৩টি অন্য রকম তথ্য:

১. ২০07 সালে মুম্বাইয়ে বচ্চনবাড়িতে অত্যন্ত গোপনীয়তা ও সতর্কতার ভেতর দুই পরিবার, নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের উপস্থিতিতে বিয়ে হয় ঐশ্বরিয়া ও অভিষেকের। এই বিয়ে গণমাধ্যমের কাছে 'রাজকীয় বিয়ে' উপাধি পেয়ে বলিউডের ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়।

২. এই জুটির ওপর গণমাধ্যমের ক্যামেরা সব সময়ই তাক করা ছিল। পাপারাজ্জিরাও নাওয়া—খাওয়া ভুলে ওত পেতে থাকত। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনকে খুব সযত্নে আড়ালে রাখতে পেরেছেন এই জুটি। কেবল ততটুকুই প্রকাশ্যে এসেছে, যতটুকু তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন।

৩. তারকাদের বিয়ের পরই নাকি আসে বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদ না হলে কী হবে, বিচ্ছেদের গুজব রটেছে একাধিকবার। বলা হয়েছে, শ্বাশুড়ির সঙ্গে নাকি সম্পর্ক ভালো নয় ঐশ্বরিয়ার। একসময় কারিশমা কাপুরের সঙ্গে অভিষেকের বাগদান হয়েছিল। কিন্তু বিয়ে পর্যন্ত গড়ানোর আগেই সেই সম্পর্ক ভেস্তে যায়। কারিশমা কাপুর আর অভিষেকের বোন শ্বেতা বচ্চন আবার খুবই ভালো বন্ধু। শ্বেতা নাকি কখনোই ঐশ্বরিয়াকে মেনে নিতে পারেননি। তবে একেকবার গুজবের গল্প ছড়ানোর পরই এই জুটি হাত ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এসেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা একসঙ্গেই আছেন।

৪. অনেকে বলেন, ঐশ্বরিয়া নাকি অভিষেককে নয়, অমিতাভ বচ্চনের পুত্রবধূর পদকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর সমালোচকদের জবাবে এই দম্পতি বলেছেন, তাঁরা দুজন দুজনার প্রেমে পড়েছিলেন। অবশ্য তা শুনেও ট্রল করেছেন নেটিজেনরা। বলেছেন, 'অভিষেকের কী দেখে প্রেমে পড়লেন ঐশ্বরিয়া? বাবার অর্থ আর প্রতিপত্তি দেখে?

৫. বিয়ের পর এই দম্পতি দারুণ জনপ্রিয়তা পান। বলা হয়, অভিষেকের জনপ্রিয়তা এক লাফে দ্বিগুণের বেশি বেড়ে যায়।

৬. বিয়ের পর অভিষেক স্ত্রীর সঙ্গী হয়ে প্রথমবারের মতো কানের লাল গালিচায় হাঁটেন। বিশ্বসুন্দরীর মঞ্চে যান। বাদ যায়নি অপরাহ উইনফ্রে শো। এই জুটির জনপ্রিয়তা ব্র্যাড পিট ও অ্যাঞ্জেলিনা জোলিকেও ছাড়িয়ে যায়।

৭. ঐশ্বরিয়া বিয়ের আগে মা—বাবার সঙ্গে বান্দ্রায় থাকতেন। বিয়ের পর জুহুতে সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছেন, এমন সময় হলিউডের 'ব্ল্যাক প্যান্থার' ছবির প্রস্তাব আসে। 'না' করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অভিষেক বচ্চন ছবিটি করার জন্য রাজি করান ঐশ্বরিয়াকে। বলেন, 'তোমার পরিবার, ভবিষ্যতের সন্তান আর দেশ গর্ব করবে, গল্প করবে, এমন একটা কাজ তুমি ছেড়ে দিতে পারো না। তুমি অবশ্যই কাজটি করবে।'

৮. ২০০৩ সালে 'কুছ না কাহো' সিনেমার সেট থেকে বন্ধুত্ব হয় এই জুটির। যদিও এর আগে 'ধাই আকষার প্রেম কে' ছবিতে ২০০০ সালে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। তখন ঐশ্বরিয়ার প্রেম চলছিল সালমান খানের সঙ্গে। তবে সংবাদ বিশ্লেষকেরা জানিয়েছেন, যতবার তাঁরা একসঙ্গে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলেছেন, বা একে অপরের বিষয়ে কথা বলেছেন, একজনের প্রতি আরেকজনের সম্মান স্পষ্ট।

৯. অভিষেক বলেন, ২০০৬ সালে 'উমরাও জান' ছবির সেটে তিনি ঐশ্বরিয়ার প্রেমে পড়েন। ঠিক করেন, এই নারীর সঙ্গেই বাকি জীবন কাটাবেন। তাই বিয়ের পর ফিল্ম কোম্পানিয়নকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ঐশ্বরিয়া আমার জীবনের সেরা অর্জন।' অবশ্য আরাধ্য জন্মের পর এই বিবৃতি বদলে গেছে। বলেছেন, তাঁদের দুজনেরই চোখের মণি এখন এই কন্যা।

১০. যদিও 'উমরাও জান' বক্স অফিসে ফ্লপ করে, তবে এরপর জীবনের গল্পে তরতর করে এগিয়েছেন এই দুজন। অভিষেকের ভাষায়, '"উমরাও জান" সিনেমাটা আমার জীবন বদলে দিল, জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।' তারপর ২০০৭ সালের ১৪ জানুয়ারি নিউইয়র্কে এক শীতের বিকেলে অভিষেক বচ্চন যখন বিয়ের জন্য ঐশ্বরিয়ার সম্মতি চেয়েছেন, তিনি 'হ্যাঁ' বলে দিয়েছেন।

১১. ঐশ্বরিয়া আর অভিষেক দুজন একসঙ্গে ৬টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তবে এগুলোর ভেতর দুজনেরই পছন্দ মনি রত্নম পরিচালিত 'গুরু'।

১২. অভিষেক ও ঐশ্বরিয়ার অনুরাগ কশ্যপ পরিচালিত 'গোলাপ জামুন' ছবিতে অভিনয় করার কথা ছিল। আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও এসেছিল। তবে কোনো এক অজানা কারণে প্রজেক্টটি বাতিল হয়ে যায়।

১৩. ঐশ্বরিয়াকে এরপর দেখা যাবে মনি রত্নম পরিচালিত 'পনিয়িন সেলভান' ছবিতে। আর অভিষেক বচ্চন দেখা দেবেন অনুরাগ বসুর 'লুডো', কৌশিক গাঙ্গুলির 'দ্য বিগ বুল' ও ক্রাইম থ্রিলার 'বব বিশ্বাস'—এ।

করোনা সংকট: মানসিক উদ্বেগের সেবা দিচ্ছে 'মনের যত্ন মোবাইলে'

কোভিড-১৯ মহামারিতে নাগরিকদের জরুরি মানসিক সেবা দিতে ব্র্যাক, সাইকোলজিক্যাল হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস ক্লিনিক (পিএইচডব্লিউসি) এবং মানসিক সহায়তা হেল্পলাইন কান পেতে রই একটি টেলিকাউন্সেলিং প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। 'মনের যত্ন মোবাইলে' নামের এই মঞ্চ থেকে এখন কোভিড-১৯-এর কারণে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও হতাশায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা সেবা পাবেন। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্র্যাকের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানান হয়েছে।

আজ এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্যোক্তারা জানান, এই সেবা চালু থাকবে দেশজুড়ে। নভেল করোনাভাইরাসজনিত মহামারির কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত যে কেউ এই সেবা নিতে পারবেন। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ০১৭০৯-৮১৭১৭৯ হটলাইন নম্বরে টেলিফোন করলেই সরাসরি বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পাবেন ভুক্তভোগী মানুষ। বিশেষজ্ঞরা সরাসরি তাঁদের প্রয়োজনীয় মতামত ও পরামর্শ দেবেন।

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ইরাম মারিয়াম বলেন, 'কোভিড-১৯ সংকটে অনেকেই মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন। লকডাউন, অনেক দিন ঘরবন্দী থাকা বা সামাজিক দূরত্বের নিয়মকানুন মানতে গিয়ে অনেকের ওপরই মানসিক চাপ পড়ছে। অনেকে আছেন চাকরি বা উপার্জন হারানোর আশঙ্কায়। 'মনের যত্ন মোবাইলে'-এর প্ল্যাটফর্ম তাঁদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত করে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

উদ্যোক্তারা আরও বলেন, চলমান মহামারিতে হাসপাতাল বা সেবাকেন্দ্রে গিয়ে অনেকেই মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারছেন না। সারা বিশ্বেই এখন টেলিফোনে স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। 'মনের যত্নমোবাইলে' পেশাদার ও আস্থাভাজন টেলিকাউন্সেলররা সরাসরি ফোন ধরবেন। তাঁরা (উদ্যোক্তারা) আশা করছেন সহানুভূতিশীল আচরণ, খোলামেলা আলোচনা এবং গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকারের দরুন সবাই নিঃসংকোচে কথা বলতে পারবেন। তাঁরা বিদ্যমান অসুবিধা ও চাপ কাটিয়ে ওঠার জন্য দরকারি পরামর্শ, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম বা অনুশীলনের দিকনির্দেশনাও দেবেন।

মোবাইল ফোনে এই সহায়তা সেবা দেওয়ার জন্য থাকছেন ২৮ জন মনোবিদ (সাইকোলজিস্ট) ও পরামর্শদাতা (কাউন্সেলর)। এঁদের প্রত্যেকেই সাধারণ মনোবিজ্ঞান, কাউন্সেলিং সাইকোলজি এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। উদ্যোক্তারা জানান, নারী বা পুরুষ হোক, তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন, এই প্ল্যাটফর্মে ফোন দেওয়ার পর তিনি সামান্য হলেও চাপ কাটিয়ে উঠে ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হতে পারবেন। এখানে ফোনদাতাদের কারওর ইতিমধ্যে কোভিড-১৯-এর লক্ষণ প্রকাশ পেলে কিংবা অধিকতর জটিল মানসিক চাপ থাকলে তাঁকে সরকার অনুমোদিত অন্য সেবাদান প্রক্রিয়ায় রেফার করা হবে।

দক্ষিণ শালমারা-মানকাচরে ঝড়ে গৃহহীন ২০-এর বেশি পরিবার, ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি সরকারি স্কুল

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.) : সোমবার ভোররাতে তুমুল ঝড় হয়েছে অসমের দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা ও পার্শবর্তী এলাকায়। জেলার ফকিরগঞ্জ থানা এলাকার শালকাটা এবং আমবাড়ি অঞ্চলে তুমুল ঝড়ে তিন তিনটি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমেত ২০টিরও বেশি পরিবারের ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। উড়ে গেছে বহু ঘরের টিনের চাল। সুখচর এবং মানকাচর থানা এলাকায় কিছু কিছু জায়গায় ঝড়ে তেমন কিছু ক্ষতি না হলেও বেশ কিছু জায়গায় বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ার খবর পাওয়া গেছে।

জেলার আমবাড়ি শালকাটা এলাকার ২০টিরও বেশি ঘর বাড়ি ভোররাতে ঝড়ে তছনছ হয়েছে। বহু দরিদ্র পরিবার গৃহহীন হয়েছে। লকডাউনের ফলে ঠিকমতো খেতে না পাওয়া পরিবারগুলি মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকুও হারিয়ে বর্তমানে বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছে। ইতিমধ্যেই এলাকার কয়েকজন সমাজসেবক, জনপ্রতিনিধি তথা দক্ষাণ শালমারা-মানকাচর মহকুমা ছাত্র সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম প্রধানি ক্ষতিগ্রস্ত ওই সব এলাকা ঘুরে দেখেছেন। দরিদ্র পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্যের জন্য তাঁরা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, মহামারি কোভিড-১৯-এর প্রকোপে গত ২৭ দিন ধরে গোটা দেশজুড়ে চলছে লক ডাউন। ফলে দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারগুলিতে সৃষ্টি হয়েছে চরম আর্থিক অনটন। সোমবার ভোররাত প্রায় ৩টে নাগাদ তুমল ঝড়ের ফলে গৃহহীন হয়েছে জেলাটির বহু পরিবার। দক্ষিণ শালমারা কেন্দ্রের অধীনে শালকাটার সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শালকাটা জনপ্রিয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শালকাটা জেবি বালিকা এমই স্কুল এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শালকাটা সানলাইন জাতীয় বিদ্যালয় ঝড়ের দাপটে তছনছ হয়েছে। ঝড়ো হাওয়ায় স্কুলগুলির টিনের চাল উড়ে নদীর তীর গিয়ে পড়েছে। স্কুলে প্রায় ২০০-এর বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে। হঠাৎ এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মাথায় হাত পড়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের।

তবে বর্তমানে লকডাউনের জন্য পাঠদান বন্ধ রয়েছে। সময়মতো সরকারি সাহায্য না এলে লকডাউন খুলে গেলে স্কুলে পাঠদান প্রক্রিয়া খোলা আকাশের নীচে করতে হবে মনে করা হচ্ছে। তিন স্কুল থেকেই সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের দাবি জানানো হয়েছে।

সোমবার আগরতলায় সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক চিকিৎসকদের হাতে মাস্ক তুলে দেন। ছবি- নিজস্ব।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৫৪, মোট ২৪৫ জন

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.):করোনা আতঙ্কে ভুগছে কলকাতা। ফের বাড়লো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৫৪ ।এই মুহূর্তে রাজ্য করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪৫ হয়েছে। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা।

এই প্রসঙ্গে মুখ্য সচিব আরও জানান, ”গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৫৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ মিলেছে। ফলে এই মুহূর্তে রাজ্য করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২৪৫। অন্যদিকে রাজ্যে করোনা সংক্রমণ থেকে সেরে উঠেছে ৭৩ জন।রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৫৪৬৯টি”। পাশাপাশি মুখ্য সচিব আরও জানান, ”মালদা জেলাতে ৫৯টি টেস্ট হয়েছে। তবে, মালদা জেলার সব টেস্ট নেগেটিভ এসেছে”।

২৮ দিন বাদে হাতেগোনা কর্মী নিয়ে রাজ্যে শুরু হল কাজ

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউনের ২৮ দিনে আজ থেকে নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় কাজ শুরু হল। বেশ কিছু ক্ষেত্রকে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। সেই মোতাবেক সকাল থেকেই এই রাজ্যেও বেশ কিছু ক্ষেত্রকে অতিরিক্ত ছাড় দেওয়া হয়েছে। কাজ শুরু হয় সরকারি অন্যান্য দফতরেও।

তবে এই ছাড় পুরোটাই রয়েছে অরেঞ্জ কিংবা গ্রিন জোনে। কারণ, রেড জোন বা হটস্পট এলাকায় এই সংক্রান্ত কোনও ছাড়ই মিলবে না এখন। ফলে খুব সামান্য হলেও খুলেছে রাজ্যের কিছু ক্ষেত্র।

এদিন সকাল থেকেই নবান্ন ও মহাকরণে অন্যদিনের তুলনায় সামান্য কিছু বেশি কর্মীর দেখা পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি, সল্টলেক ও রাজারহাটের বেশ কিছু তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা খুলে গিয়েছে। সেখানেও সামাজিক দুরত্ব, হাত ধোয়ার মতো বিষয়গুলি করেই তবে ঢুকতে হচ্ছে। অফিস খুললেও কোনও যানবাহন না চলার কারণে অফিসকেই গাড়ি পাঠাতে হচ্ছে। এর জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্মী-অফিসারদেরই এদিন অফিসে আসতে বলা হয়।

এছাড়াও, কেবল, কুরিয়ার, ছোট বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রেও এদিন সকাল থেকে কিছু কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই নবান্ন থেকে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিবের কাছে আবেদন করায় অনেক সংস্থাকেই তাঁর কাজ করার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এখনও যাঁরা এই ছাড়পত্র পাননি তাঁদের আবেদন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত, সব জায়গাতেই রোস্টার করেই কাজ করানো হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র কিংবা চটকল সব জায়গাতেই প্রতি কর্মী কমবেশি তিনদিন কাজ করছেন। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি এক দিন অন্তর অফিসে আসবে বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাগুলি।

করোনা : ১৪ দিনের নিভৃতবাস শেষ ছয় ডাক্তার-নার্সের, ছুটি পাঁচতারা থেকে, কৃতজ্ঞতা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড-১৯ নোভেল করানা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান সেনানি ছয় ডাক্তার ও নার্সের ১৪ দিনের নিভৃতবাস সম্পন্ন হয়েছে। সে অনুযায়ী আজ তাঁদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের টানা সাতদিন চিকিৎসার পর তাঁদের গুয়াহাটির পাঁচতারকা হোটেল তাজ ভিভানটায় নিভৃতবাসে রাখা হয়েছিল। হোটেলে তাঁদের স্বাগত জানিয়ে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের আইসোলেসন ওয়ার্ডে ভরতি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের টানা সাতদিন চিকিৎসায় নিয়োজিত মোট ৪৩ জন ডাক্তার ও নার্সকে হোটেল তাজ ভিভান্টায় কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে সোমবার ছয়জনের ১৪ দিনের নিভৃতবাস সম্পন্ন হয়েছে। খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা আজ সকালে হোটেলে উপস্থিত হয়ে তাঁদের গলায় গামোছা পরিয়ে হাতে এককেটি শংসাপত্র তুলে করোনা-যুদ্ধের সেনানি বলে অভিহিত করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতেও ভুলেলনি মন্ত্রী

মহারাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪৪৮৩

মুম্বই, ২০ এপ্রিল (হি. স.): করোনার জেরে ভয়াবহ অবস্থা মহারাষ্ট্রে। বিগত ১২ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত ২৮৩ জন। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪৮৩। বাণিজ্য নগরী মুম্বইতে মারণ এই রোগে নতুন করে আক্রান্ত ১৮৭ জন। সব মিলিয়ে আক্রান্ত ২৪৩৪। রাজ্যে মৃতের সংখ্যা ২২৩।

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে জানিয়েছেন, করোনা থেকে সুস্থ ৫০৭ জন বাড়ি ফিরে গিয়েছে। রাজ্যে ৮৭ হাজার ২৫৪ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে। ৬ হাজার ৭৪৩ জনকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছে। রাজ্যে ৬৩৫৯ স্বাস্থ্যকর্মীর দল দিনরাত এক করে কাজ করে যাচ্ছে।

রাজস্থানে করোনায় মৃত্যু পৌঢ়-সহ দু”জনের, মরুরাজ্যে সংক্রমিত বেড়ে ১৫৩৫

জয়পুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রাজস্থানে প্রাণ হারালেন বছর ৬২-র একজন পৌঢ়। নাগৌর-এর বাসিন্দা ওই পৌঢ় রবিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এছাড়াও সোমবার আরও একজন করোনা-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রবিবার রাতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত একজন রোগীর। তাঁর বয়স ৬২ বছর। ওই রোগী হাইপারটেনশনে ভুগছিলেন। মৃত্যু হয়েছে আরও একজন রোগীর। এছাড়াও বিগত ১২ ঘন্টায় রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৭ জন, ফলে রাজস্থানে করোনায় মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২৫ এবং ১৫৩৫।

সোমবার রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৫৭ জন। আক্রান্ত ৫৭ জনের মধ্যে জয়পুরে ৪৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন, যোধপুরে ৬ জন, ঝুনঝুনুতে দু”জন এবং কোটায় ৩ জন করে সংক্রমিত এবং আজমের ও নাগৌর-এ একজন করে আক্রান্ত। সবমিলিয়ে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫৩৫-এ পৌঁছেছে। মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২০৫ জন।

দিল্লিতে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ২০০৩, মৃত্যু ৪৫ জনের : স্বাস্থ্য মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): রাজধানী দিল্লির করোনা-পরিস্থিতি ক্রমশই উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। দিল্লির বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১১০ জন, নতুন করে ১১০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দিল্লিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২০০৩। রাজধানীতে মৃত্যু হয়েছে ৪৫ জনের।

দিল্লির স্বাস্থ্য মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, দিল্লিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২০০৩। মৃত্যু হয়েছে ৪৫ জনের। ৪৫ জনের মধ্যে ৩৮ জন গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। এদিন থেকেই দিল্লিতে শুরু হতে চলেছে র্যাপিড টেস্ট।

লকডাউনের নিয়ম মানা হচ্ছে না আসছে কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যের সাতটি জেলায় লকডাউনের নিয়ম সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না বলে চিঠিতে জানাল কেন্দ্র। যদিও এখনও পর্যন্ত নবান্নের তরফে এই চিঠি নিয়ে কোনওরকম মন্তব্য করা হয়নি।

সূত্রের খবর, ওই জেলাগুলিতে দুটি কেন্দ্রীয় সরকারের দল পরিদর্শনে আসবে বলেই জানিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্যকে লেখা এই চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সাতটি জেলায় লকডাউন ও সামাজিক দূরত্বের নিয়মবিধি মানা হচ্ছে না। বাজার কিংবা দোকানে ক্রেতারা ভিড় জমাচ্ছেন, ফলে মানা হচ্ছে না কোনও নিয়মবিধি।

এই জেলাগুলিতেই চলতি সপ্তাহেই পরিদর্শনে আসবে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল বলে চিঠিতে জানানো হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

রেশন কার্ডহীন পরিবারকে প্রতিমাসে মাথাপিছু ৫ কেজি করে চাল দেবে রাজ্য

গুয়াহাটি, ২০ এপ্রিল (হি.স) : মহামারি করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে গোটা দেশজুড়ে গত ২৭ দিন ধরে লকডাউন চলছে। লকডাউনের সময় অসমের দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলোকে যাতে অনাহারে না থাকতে হয় তার জন্য দরিদ্র পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে প্রতিমাসে মাথাপিছু পাঁচ কেজি করে চাল সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের অধীনে রেশন কার্ড না থাকা এবং দরিদ্র পরিবারগুলেকে এই সুবিধা দেওয়া হবে। সোমবার মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঠেকাতে কামরূপ জেলা প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপের পর্যালোচনা করে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

মুখ্যমন্ত্রী আজ ভারতীয় খাদ্য নিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। লকডাউনের সময় যাতে রাজ্যে খাদ্য সামগ্রীর অভাব না হয় তা তদারকি করতে নিগমের আধিকারিকদের আনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। মুখ্যমন্ত্রী নিগমের নুনমাটি এবং চাংসারি রেলওয়ে ইয়ার্ডও ঘুরে দেখেছেন। সেখানে খাদ্য সামগ্রী কতটা মজুত রয়েছে তার খতিয়ান নিয়েছেন তিনি। নিগমের আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, ভারতীয় খাদ্য নিগমের অধীনস্থ গুদামগুলিতে প্রায় আড়াই মাস চলার মতো খাদ্য সামগ্রী মজুত রয়েছে।

এছাড়াও রাজ্যে অত্যাবশ্যক খাদ্য সামগ্রীর যাতে অভাব না হয় সরবরাহ ব্যবস্থাকে সচল রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি কৃষি ও পশুপালন বিভাগতে যৌথভাবে সহযোগিতা করতে এবং উদ্ভাবনীমূলক চিন্তা করে কাজকর্ম এগিয়ে নিতে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লকডাউনের মধ্যে রাজ্যের কৃষকদের জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। লকডাউনের সমস্ত নিয়ম মেনে কৃষকদের কৃষিকাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। মহামারির ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত নাগরিক জীবন সুরক্ষার জন্য সামাজিক ব্যবধান মেনে চলাই শ্রেয় বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মাছ-মাংস-ডিমের বাজার খোলায় গুয়াহাটিতে সিল স্যামসাঙের ডিপো

গুয়াহাটি, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউনের আবহে বহুজাতিক মোবাইল হ্যান্ডসেটের কোম্পানি স্যামসাঙের এক বিপণিতে অবৈধভাবে মাছ, মাংস ও ডিমের বাজার বসেছিল। প্রশাসনের অজ্ঞাতে, অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, অত্যদিক বেশি দরে অবৈধভাবে এ ধরনের ব্যবসা করার দায়ে গুয়াহাটি মহানগর পুর নিগম কর্তৃপক্ষ সিল করে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিপণি।

জানা গেছে, গুয়াহাটির হাতিগাঁওয়ে রাজধানী মসজিদ লাগোয়া স্যামসাঙের বিপণিতে খোলা হয়েছিল মাছ, মাংস, ডিমের বাজার। খবর পেয়ে সোমবার সকালে বিপণিতে পুলিশ নিয়ে হানা দেন গুয়াহাটি মহানগর পুর নিগম এবং পশুপালন দফতরের আধিকারিকরা। অভিযোগ লকডাউনের নিয়ম লঙ্ঘন করে খোলা হয়েছিল অবৈধ এই বাজার। অবৈধ বাজারে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণের মাছ, মাংস ও ৭১ কার্টুন পল্ট্রি ডিম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযানকারী আধিকারিকরা জানান, লকডাউনে সাধারণ নাগরিকদের কিছুটা স্বস্তি দিতে স্যামসাঙের এই বিপণি কর্তৃপক্ষকে কেবল শাক-সবজি বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছিল প্রশাসন। কিন্তু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে শাক-সবজির বিক্রির লাইসেন্সের বকলমে অবাধে বিক্রি হচ্ছিল মাছ, মাংস ও ডিম। তাছাড়া, সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অত্যধিক বেশি মূল্যে শাক-সবজিও বিক্রি করা হচ্ছিল। তাই সরকারের সঙ্গে লুকোচুরি করা, বেঁধে দেওয়া শর্ত উপেক্ষা করার দায়ে স্যামসাঙের এই বিপণিকে সিল করা হয়েছে, জানান অভিযানকারীরা।

অসমে করোনা-মুক্ত আরও এক, ছুটি হাসপাতাল থেকে, আরোগ্য লাভের সংখ্যা ১৮ জনে বৃদ্ধি

গুয়াহাটি, ২০ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অসমের আরও একজন আরোগ্য লাভ করেছেন। সোমবার তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে মোট ৩৪ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল এক মহিলা সহ পাঁচ জনকে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেওয়া হয়েছিল। সে অনুযায়ী আজ পর্যন্ত ১৮ জন রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন।

সোমবার গুয়াহাটির পার্শবর্তী সোনাপুর অসামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জনৈক হজরত আলি নামের করোনা ভাইরাস সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। অন্য সুস্থ রোগীদের মতো আজও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা হাসপাতালে গিয়ে করোনা যুদ্ধে বিজয়ী হজরত আলির গলায় ফুলাম গামোছা পরিয়ে, হাতে ফলমূল ভরতি ঝুড়ির উপহার তুলে তাঁকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

মন্ত্রী ড় শর্মা জানান, হজরত আলির দু-দুবার করোনা ভাইরাসের স্থিতি সম্পর্কিত যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। বুকের এক্স-রেও হয়েছে। নিমোনিয়ার কোনও লক্ষণ ধরা পড়েনি। ফলে মেডিক্যাল বোর্ড হজরত আলিকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ঘোষণা করার পর আজ তাঁকে শর্ত সাপেক্ষে ধুবড়িতে তাঁর বাড়ি যেতে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে আরও ১৪ দিন হোম কয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তাররা। বাড়িতে তাঁর ওপর নজর রাখবেন ধুবড়ির ডাক্তাররা।

প্রসঙ্গত, অসমে কয়েকজন মহিলা-সহ ৩৪ জন ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এর মধ্যে হাইলাকান্দি জেলার আলগপুর বিধানসভা এলাকার বড়জুরাই গ্রামের বাসিন্দা ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁর গত ৯ এপ্রিল শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। ফলে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে এখনও ১৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসা চললেও ১৮ জন সুস্থ হলে তাঁদের ছুটি দেওয়া হয়েছে।

কিসের ভিত্তিতে এটা করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় দল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি স):রাজ্যে কয়েকটি জায়গায় লকডাউন বিধিভঙ্গের কারণে প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি দেয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে।এরই মাঝে সোমবার ”কিসের ভিত্তিতে এটা করা হচ্ছে” রাজ্যে কেন্দ্রীয় দল পাঠানো নিয়ে টুইট করে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এমনটাই প্রশ্ন ছুড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন,” আমরা সমস্ত গঠনমূলক পরামর্শকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিশেষ করে কোভিড-১৯ সঙ্কট নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যা বলছে। তবে কেন্দ্র কীসের ভিত্তিতে, ২০০৫ সালের বিপর্যয় মোকাবিলা আইনবলে পশ্চিমবঙ্গের এবং সারা দেশের বিভিন্ন জেলায় দল পাঠাচ্ছে, সেটা পরিষ্কার নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কাছে আমার আর্জি, কীসের ভিত্তিতে এটা করা হচ্ছে, তা আমাদের জানানো হোক। যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখালে, আমরা এনিয়ে এগোতে পারব না। কারণ বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়”।

প্রসঙ্গত,রাজ্যের সাতটি জেলায় লকডাউন নিয়ম সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না সেই কারণে ওই জেলাগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দল পরিদর্শনে আসবে বলেই জানায় কেন্দ্র। রাজ্যকে লেখা চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সাতটি জেলায় লকডাউন ও সামাজিক দুরত্বের নিয়মবিধি মানা হচ্ছে না। বাজার কিংবা দোকানে ক্রেতারা ভিড় জমাচ্ছেন, ফলে মানা হচ্ছে না কোনও নিয়মবিধি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব চিঠিতে রাজ্য প্রশাসনকে জানিয়েছে, লকডাউনের নিয়ম ও সামাজিক দুরত্ব যাতে এই সাত জেলা-সহ সমগ্র রাজ্যজুড়ে বজায় রাখা যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

দেশে প্রথম করোনামুক্ত রাজ্য গোয়া, শেষ ১৬ দিনে খোঁজ নেই কোনও আক্রান্তের

পানাজি, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : বিশ্ব জুড়ে থাবা বসিয়েছে করোনা। দেশে দিন দিন বাড়ছে কোরোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বাড়ছে মৃত্যুও। এই পরিস্থিতিতে করোনার করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেল গোয়া। প্রশাসনের তরফ থেকে ঘোষণা করা হল ৩ এপ্রিলের পর থেকে নতুন কোনও করোনা আক্রান্তের খবর মেলেনি ওই রাজ্যে।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত জানান, এই মুহূর্তে সে রাজ্যে কোনও করোনা আক্রান্তের খবর নেই। গত ৩ এপ্রিলের পর থেকে রাজ্যে নতুন করে কেউ এই মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হননি। পাশাপাশি যে ৬ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল তারাও করোনা মুক্ত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে গোয়ায় কোনও করোনা অ্যাক্টিভ কেস নেই এই মুহূর্তে। তবে এখনও করোনা যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন যারা তাঁদের কোয়ারেন্টাইনেই রাখা হয়েছে। কয়েকদিন পর্যবেক্ষণে থাকার পর তাঁরা তাঁদের সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন।

গোয়ায় যখন করোনা প্রথম থাবা বসিয়েছিল তখনই কড়া হাতে এই মারণ ভাইরাসকে দমন করতে মাঠে নামে গোয়া প্রশাসন। আর তার ফলও মিলেছে হাতেনাতে। এদিন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, রাজ্যে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পুলিশকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী সকলেই নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এই রাজ্য তথা রাজ্যবাসীকে করোনার মতো ভয়াবহ মারণ ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী এবং পুলিশকর্মীদের অসংখ্য ধন্যবাদ।’ তবে এখনই রাজ্য থেকে লকডাউন তুলে নেওয়া হচ্ছে না বলে জানান তিনি। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা ঘোষিত এই লকডাউনের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যে সমস্ত কিছু বন্ধ থাকবে।’

করোনায় ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে কলকাতা দেশের একাধিক শহর, উদ্বিগ্ন কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি স): করোনা পরিস্থিতি মুম্বই, পুনে, ইন্দোর, জয়পুর এবং কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের আরও কিছু এলাকায় ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে। সোমবার এমনটাই জানানো হয়েছে কেন্দ্রের তরফ। কেন্দ্রের তালিকায় কলকাতার পাশাপাশি আছে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ের নামও।

করোনা ভয়াবহ আকার ধারন করছে। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, মহারাষ্ট্রের মুম্বই এবং পুনে, রাজস্থানের জয়পুর এবং পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এসব এলাকা থেকে লকডাউন অমান্য করে জনগণের কার্যকলাপের খবর পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। এই সব জায়গায় লকডাউন উপেক্ষা করে মানুষের জীবনযাত্রা করোনার আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, এসব এলাকা থেকে লকডাউন অমান্য করে জনগণের কার্যকলাপের খবর পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে। এবিষয়ে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, করোনা পরিস্থিতি এসব এলাকায় ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে। সামাজিক দূরত্ব না মেনে শহর ও শহরতলিতে গাড়ি-ঘোড়া চলছে। এসব বন্ধ করতে হবে।’

দেশে কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ বাড়ছে। ইতিমধ্যে ৫৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আক্রান্তের সংখ্যা সোমবার পৌঁছেছে ১৭ হাজার ২৬৫ তে। কেন্দ্র সরকার এই মর্মে ছটি বিশেষ কমিটি তৈরি করছে।

আজ থেকে পঃবঙ্গে বিভিন্ন পরিষেবা পাবেন সবাই

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি স)। লকডাউনের মধ্যেই আজ, সোমবার থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করল কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার।

সোমবার থেকে যে সব ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হল, সেগুলোর মধ্যে আছে চটকলে ১৫ কর্মী এক দিন অন্তর, ইটভাটায় ১৫ কর্মীকে কাজের অনুমতি, একশো দিনের কাজে ৫০ শ্রমিক, চা বাগানে ২৫ কর্মী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ফুলবাজার খোলা, মিষ্টির দোকান সকাল ৮টা-বিকেল ৪টে পর্যন্ত, ডাক্তারখানা, বাজার, ওষুধ, অত্যাবশ্যক পণ্যের দোকান খোলা,

সরকারি নানা বিভাগের ক্ষেত্রে রূপরেখা হল ডেপুটি সেক্রেটারি থেকে উচ্চতর পদের সরকারি অফিসার, গ্রুপ-সি এবং তার নীচের পদের সহকারী, পর্যায়ক্রমে দফতরে ২৫ কর্মীর হাজিরা, কৃষিকাজ করা যাবে, গ্রামীণ এলাকায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট বা ক্লাস্টারে কাজ শুরু করতে চাইলে বিবেচনা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিলে খাদ্যসামগ্রী বিলি, অত্যাবশ্যক পণ্যে হোম ডেলিভারি, গ্রামে গিয়ে বোরো ধান কেনার শিবির, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, সেচ, রাস্তার কাজ, পুকুর খননের কাজ শুরু, রেশন পরিষেবা।

তবে লকডাউন বিধি এবং প্রোটোকল প্রযোজ্য হবে। আক্রান্ত হয়েছে এমন এলাকায় এই পরিসেবা চালু করা যাবে না।

ফুল, মিষ্টির দোকান এবার বন্ধ হবে বারোটায় : নির্দেশ মুখ্যসচিবের

কলকাতা,২০ এপ্রিল (হি স):করোনা সংক্রমণ এড়াতে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু লকডাউনের মধ্যে মিলছে জরুরী পরিষেবা।তবে ফের সময় বেঁধে দেওয়া হল ফুল ও মিষ্টির দোকানের।বেলা ১২টার পর খুলে রাখা যাবে না ফুল ও মিষ্টির দোকান।সোমবার নবান্নের বৈঠক করে এমনটাই জানালেন রাজ্যের মুখ্য সচিব রাজীব সিনহা।

লকডাউনে চললেও কিছুদিন আগেই ফুল মিষ্টির দোকানে ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।কিন্তু ফের সময় বেঁধে দেওয়া হল ফুল ও মিষ্টির দোকানের।

এ প্রসঙ্গে মুখ্য সচিব জানান, ” দুপুর ১২টার মধ্যে বন্ধ করে দিতে হবে ফুল ও মিষ্টির দোকান”। এদিন তিনি আরও জানান,আগামীকাল থেকে সংক্রমিত এলাকাজুড়ে র্যাপিড টেস্ট শুরু করবে রাজ্য সরকার। কলকাতা থেকে হাওড়ার বেশিরভাগ সংক্রমিত এলাকায় এই র্যাপিড টেস্টগুলি হবে। পাশাপাশি লকডাউনে সবাইকে বাড়িতে থাকার নির্দেশ দেন তিনি।

পিপিই পরে ভুয়ো পরিচয়ে বাড়িতে ঢুকে ডাকাতি, সতর্কবার্তা বাংলাদেশ পুলিশের

ঢাকা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : বাংলাদেশ থাবা বসিয়েছে করোনা ভাইরাস। দিনে দিনে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। রীতিমতো অসহায় বোধ করছেন আতঙ্কিত মানুষজন। এহেন পরিস্থিতির ফায়দা লুঠতে প্রস্তুত দুর্বৃত্তরা। এমনটাই সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে ঢাকা পুলিশের তরফে।

পুলিশের তরফে সতর্কতায় বলা হয়েছে, ভুয়ো পরিচয় দিয়ে ডাকাতির চেষ্টা হতে পারে। করোনা পরিস্থিতিতে দুষ্কৃতীরা নিজেদের স্বাস্থ্যকর্মী পরিচয় দিয়ে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করতে পারে। কেউ কেউ পিপিই পরেও আসতে পারে। তবে স্থানীয় থানার পরামর্শ ছাড়া আগ বাড়িয়ে দরজা খুললে অঘটন ঘটে যেতে পারে। পাশাপাশি আরও বলা হয়েছে, নিজেকে স্বাস্থ্যকর্মী পরিচয় দিয়ে কোনও ব্যক্তি তথ্য জানতে চাইলে কখনওই যেন তা না দেওয়া হয়।

লকডাউনের সুফল, ময়ূরাক্ষী নদীতে ফিরছে জীব বৈচিত্র্য

সিউড়ি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): বীরভূমের লাইফ লাইন ময়ূরাক্ষী নদী। তার দীর্ঘ গতিপথে জড়িয়ে রয়েছে শতসহস্র আবেগ, উচ্ছাস, নানান চড়াই উতরাই। ময়ূরাক্ষী—নিছক একটি নদীর নাম নয়। সে মানুষের অন্তরাত্মার আনন্দ। গোটা বীরভূম জেলার মুখ। সেই ময়ূরাক্ষী নদীর গর্ভ থেকেই এতদিন ই-অকশ্যানের নামে হয়েছে দেদার বালি লুট। নদী গর্ভে জেসিবি মেশিন নামিয়ে যথেচ্ছ ভাবে বালি তোলার নামে ধংস হয়েছে নদীর গতি পথ। ফলে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নদী গর্ভের জীব বৈচিত্র্য। কিন্ত, নদী বিশেষজ্ঞদের কথায়, 'সাপে বর হয়েছে করোনার লকডাউন।'

বালি লুট দীর্ঘ দিন বন্ধ। ফলে ফের নদী গর্ভে ফিরছে 'জল মাছি' মত বহু প্রানী। ফিরছে নদীর আপন গতির বালি সজ্জা। যার জন্য নদীর জীব বৈচিত্র্য ফিরতে শুরু করছে বলে মানছেন নদী বিশেষজ্ঞরা। একদা সাঁওতাল পরগনা অধূনা ঝাড়খন্ডের ত্রিকূট পাহাড় থেকে যাত্রা শুরু করা ময়ূরাক্ষী পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বীরভূম জেলার একদম মাঝবরাবর প্রবাহিত হয়েছে। এক সময়, দীর্ঘ, বর্নময় এই নদীর গতিপথের সাথে জড়িয়ে আছে নানান ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বাংলা ও বাঙালীর কৃষ্টি , সংস্কৃতি, স্বদেশপ্রেমের নানা স্মৃতিগাঁথা। এই নদীর বুকে গড়ে ওঠা মশানজোড় ও তিলপাড়া জলাধার আজও দন্ডায়মান মানুষের কল্যানে। এই নদীই আবার মুর্শিদাবাদে গিয়ে মিশেছে ভাগিরথীর সাথে।

এই নদীর সাথে একাত্ব হওয়া বহু মানুষের মনে আজও পরিতাপ , উদ্বেগ। কারন নদী বিশেষজ্ঞরা তখন জানিয়েছেন , পূর্বের জুলুস আর নেই ময়ূরাক্ষীর গতিপথে। প্রাণোচ্ছল স্রোতধারাও হারিয়ে ময়ূরাক্ষী। আজকের ময়ূরাক্ষী যেন কেমন নিথর, মুহ্যমান। নেপথ্যে সর্বগ্রাসী মানুষের লোভ। কারন নদীর বুক থেকে দেদারে লুট হচ্ছে বালি। গত কয়েক বছর আগে থেকেই ই অকশ্যানের নামে নদী গর্ভে বালি বিক্রি করছে সরকার। তার জন্য নানা বিধি নিয়ম ও তৈরি হয়েছে। আডে বহরে একটি ব্লকে কত টা বালি তোলা যাবে তাও লেখা রয়েছে নিয়মে। কিন্ত একবার ব্লক হাতে পেলে আর কোন নিয়মের তোয়াক্কা না করেই চলছে নদী গর্ভে জেসিবি মেশিন নামিয়ে লাগাম ছাড়া লুট। একটি ঘাটের অনুমতি হলেই হল বাকি গুলো চলছে সম্পুর্ন বে আইনী ভাবেই। নজরদারদের উদাসীনতায় লুটেরাদের দল নদীবুক উজার করে পাইকারী হারে চালাচ্ছে লুট। ফলে বিপন্ন হচ্ছে নদীপথের জীব বৈচিত্র। নয়নভোলানো নদীপথের বৈচিত্র রক্ষার তাগিদ নেই কারো। বরং প্রাধান্য পাচ্ছে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ মুনাফা করার মরিয়া প্রয়াস। বীরভূমেই ময়ূরাক্ষী নদীর উপরই প্রায় পাঁচ শতাধিক বালি ঘাট থেকে এতদিন রাত দিন হত বিলি লুট যার সিংহ ভাগই বেআইনি। যার ফল স্বরূপ নদী তার গতি হারিয়েছে যেমন তেমনই নদী গর্ভে জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হতে বসে।

তবে করোনা মোকাবিলায় যখন থেকে লক ডাউন শুরু হয় সেই সময় থেকেই নদী ঘাট গুলির বালি তোলা সম্পূর্ণ রুপে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকেই নদী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। নদী তার আপন গতিতে চলার রাস্তা খুঁজতে থাকে। নদী বিশেষজ্ঞ দের কথায়, 'নদী তার মত করে এখন আবার বালি সাজাতে শুরু করেছে। প্রানী জগৎ গডিযে গডিযে সাজানো বালিতে সংসার পাত তে শুরু করেছে। জল ফড়িং, কাঁকডা, ছোট মাছ, পোকামাকড়ের দল আবার নদীর বালির উপর আঁকিবুকি কাটতে শুরু করেছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

"রাজনৈতিক সঙ্কীর্নতা পীড়া দিচ্ছে" : সৈকত মিত্র

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.): আশৈশব সুরের তরঙ্গে ভাসছেন সৈকত। হবে না-ই বা কেন? বাবা যে চিরকালের শিল্পী শ্যামল মিত্র! তবে, ছেলে বাবার পরিচয়ের উর্দ্ধে উঠে গিয়েছেন অনেক আগেই। এই প্রজন্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত গুটিকয় শিল্পীর অন্যতম সৈকত। লকডাউনে জীবনধারা কতটা বদলিয়েছে? জবাবে এই প্রতিবেদককে বললেন, বরাবরই আমি দেরিতে উঠি। ঘুমোতে যাই দুটোর পর। আমার অনুষ্ঠান মূলত হয় সন্ধ্যায় বা রাতের দিকে। আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইস আমার বাবার মতো আমারও কোনওদিন হয়ে ওঠেনি। এদিক থেকে দিনলিপির বদল হয়নি। তবে, বন্দীদশার অবকাশে ফেসবুক লাইভে গানের অনুষ্ঠান করে আনন্দ পাচ্ছি। অনলাইনে বহু বন্ধুর সঙ্গে একটা সুন্দর যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। লকডাউনে সমস্যা কী হচ্ছে? সৈকত জানান, "এপ্রিলে আমাদের 'হলুদবনি'-র মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, পাওলি দাম, বাংলাদেশের তৃষা এঁরা আছেন বইটায়। এর সঙ্গীত-সহ বেশ কিছু কাজের সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। ছবিটা আটকে গিয়েছে।' ইএম বাইপাস সংলগ্ন পূর্ব কলকাতা উপনগরী (ইসি টিপির) একটি ফ্লাটে থাকেন সৈকত। সঙ্গী বলতে স্ত্রী, কন্যা। কন্যা ইতিমধ্যে মঞ্চে নজর কাড়তে শুরু করেছে। পুত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে সব ছেড়ে সঙ্গীতজগতে আসছে। আপাতত পুনেতে আটকে গিয়েছে লকডাউনে। ওটাও মিত্র-পরিবারের চিন্তার একটা বড় কারণ।

সময় কাটানোর আর উপায় কী? সৈকত বলেন, "বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিও চ্যাট করি। আমি 'অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল পারফর্মিং সিঙ্গার্স-এর সাধারণ সম্পাদক। ওদের কাজগুলো ফোনে সেরে ফেলার চেষ্টা করি। গান শোনার ব্যাপারটা তো আছেই।" কী রকম গান? "সব রকমই শুনি। কিছু শিল্পীর বিরল পেজ আছে। সেখানে এমন কিছু গান শোনা যায় যা সচরাচর পাওয়া যায় না। যেমন রবীন চট্টোপাধ্যায়ের গান আমার খুব ভাল লাগল। এই রকম বাবার একটা গানও পেয়েছি। আগে কোনও দিন গানটা শুনিনি।' লকডাউন সম্পর্কে অনুভূতিটা কীরকম? শিল্পীর কথায়, "দুটো কথা বলব। প্রথমত, আমরা সোস্যাল ডিসট্যান্সিংয়ের কথা ক্রমাগত বলছি। এটা ভুল। আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা, মানে সোস্যাল মিক্সিং দরকার। এই সঙ্গে দরকার ফিজিক্যাল ডিসট্যান্সিং। আর ধর্মস্থানগুলোর সম্পদ এই দুঃসময়ে দেশগঠনের কাজে বরাদ্দ করতে পারলে ভাল হয়।"

কতদিন এর প্রভাব থাকতে পারে বলে মনে হচ্ছে? গায়কের কথায়, "এটা কেউ বলতে পারবেন না। ভারতের পক্ষে যেটা বড় সমস্যা জনবাহুল্য এবং দারিদ্র্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক সঙ্কীর্নতা। বিপদেও যেন নিচুমানের মনোভাব দেখছি বিভিন্ন স্তরে। এটা পীড়া দিচ্ছে। খুব কঠিন পরিস্থিতি। তবে চিন থেকে অনেক বিদেশি বিনিয়োগকারী অন্যত্র সরে যেতে চাইছে। ওঁদের একটা বড় অংশ ভারতে আসতে পারেন। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে, শক্ত হাতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা দরকার। এর সঙ্গে যথাযথ মূল্যায়ন। এসবের মাধ্যমে দেশের ভোল বদলানো সম্ভব। এর জন্য গুড গভর্নেন্স দরকার। তাহলে আমার মনে হয় জগৎসভায় আমরা আবার শ্রেষ্ঠ আসন পাব।

অভিনব পন্থা নানুরে, শুরু হল বিনামূল্যের বাজার

নানুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে অনেকের খাবার প্রয়োজন আছে, অথচ তারা লজ্জায় চাইতে পারছেন না। আবার দিন দিন লকডাউন দীর্ঘায়িত হওয়ায় বহু গরিব মানুষের বাড়িতে খাবারে টান পড়ছে। এই দুই সমস্যা, খাবারে টান পড়া ও লজ্জা দূর করার জন্য অভিনব এক পন্থা বেছে নিলেন বীরভূমের এক সমাজসেবী তথা তৃণমূল নেতা। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চালু করলেন 'ফ্রি বাজার'। যেখান থেকে যে কেউ তার প্রয়োজন মতো খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন। আর এর জন্য কোন টাকা পয়সা খরচ করতে না হলেও মানতে হবে কয়েকটি নিয়ম।

প্রথমত, বাজার করার আগে হাত স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করা, দ্বিতীয়ত হল সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক পরে বা মুখ ঢেকে বাজার করা। এমনই এক ফ্রি বাজার খোলা হয়েছে নানুরের সমাজসেবী তথা তৃণমূল নেতা কাজল শেখের উদ্যোগে। নানুরের পাপুড়ি গ্রামের এক মাদ্রাসার মাঠে এমন বাজার খুলেছেন তিনি। যেখান থেকে গ্রামের বাসিন্দারা তাদের চাহিদামত খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যেতে পারবেন। আর এই ফ্রি বাজার তৈরি করার মূলে রয়েছে আরও এক উদ্দেশ্য যা হলো করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে গ্রামের কোন বাসিন্দা যেন বাইরে না যান। ফ্রি বাজার তৈরি করে কাজল শেখ জানান, "এই বাজার বীরভূম জেলার বিভিন্ন সমাজসেবী মানুষের সহযোগিতায় চালানো হচ্ছে। যতদিন লকডাউন চলবে ততদিন চলবে এই বাজার। প্রথম প্রথম আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে আসছিলাম। কিন্তু তাতে দেখা যাচ্ছিল অনেক মানুষই রয়েছেন যাদের বাড়িতে খাবার নেই।

প্রতিনিধি দল

পাচের পাতার পর

সূত্রের খবর, মাছ-মাংসের দোকান-সহ একাধিক জায়গায় এই নিয়মবিধি না মেনেই যথেচ্ছভাবে ভিড় করে বিক্রি চলছে। ফলে নির্দিষ্ট যে নির্দেশিকা তা কোনওভাবেই মানা হচ্ছে না। এতে সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে বলেই মনে করছে কেন্দ্র। এই সাতটি জেলার মধ্যে রয়েছে সবার উপরে থাকা চার জেলা। এগুলি হল কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা ও পূর্ব মেদিনীপুর। এর পাশাপাশি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলাতেও এই নিয়ম মানা হচ্ছে না বলেই চিঠিতে জানিয়েছে কেন্দ্র, খবর বেসরকারি সূত্রের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব এই চিঠিতে রাজ্য প্রশাসনকে জানিয়েছে, লকডাউনের নিয়ম ও সামাজিক দুরত্ব যাতে এই সাত জেলা-সহ সমগ্র রাজ্যজুড়ে বজায় রাখা যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

খুললনা জুটমিল

তিনের পাতার পর

নেই। যদিও ডালহৌসি জুটমিলে কিছু শ্রমিকদের টাকা দেওয়া হলেও বাকি কোন জায়গা থেকে শ্রমিকরা বকেয়া বেতন পায়নি। পি এফ এর টাকা দেওয়া হলেও সরকারি নির্দেশ অমান্য করছে জুটমিল কর্তৃপক্ষ। রিতিমত ক্ষুব্ধ হুগলির জুটমিল শ্রমিকেরা।

এদিক জুট মিল কর্মীদের বকেয়া বেতন দেবার দাবি সহ কারখানা গুলিতে পর্যাপ্ত পরিমানে শ্রমিক নিয়ে কাজ চালু করার দাবি নিয়ে সোমবার সিপিএম কর্মীরা হুগলির শ্রীরামপুরের আদালত চত্বরে সামাজিক দূরত্ব মেনে বিক্ষোভ কর্মসূচি করে।

কাটছেন নিজের চুল

তিনের পাতার পর

আমার হেয়ার স্টাইল কেমন হয়েছে?' নিজের হেয়ার কাটের সেই ছবিতে শচিন ট্যাগ করেন মুম্বইয়ের দুই জনপ্রিয় হেয়ার ডিজাইনার আলিম হাকিম ও নন্দন ভি নায়েককে। চেনা মেজাজ ছেড়ে বেরিয়ে শচিনের এই ব্যতিক্রমী পোস্ট বেশ মনে ধরেছে নেটিজেনদের। প্রথম দুটি ছবিতে সবুজ রঙের স্লিভলেস টি-শার্টে এবং পরের ছবিদু'টিতে চেরি রঙের হাফ স্লিভ টি-শার্টে দেখা যাচ্ছে লিটল মাস্টারকে।

দেশে ফিরেছেন

তিনের পাতার পর

আরও পাঁচটি বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করবে। সেই সাথে ২১ ও ২৩ এপ্রিল কলকাতা-ঢাকায় দুটি বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করবে তারা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, চলমান লকডাউনের কারণে এক হাজারের বেশি শিক্ষার্থীসহ প্রায় আড়াই হাজার বাংলাদেশি ভারতের বিভিন্ন শহরে আটকা পড়েছেন।এর আগে দক্ষিণ ভারতে আটকা পড়া বাংলাদেশি রোগীদের ফিরিয়ে আনার পরে ধীরে ধীরে সে দেশের আরও বেশ কয়েকটি শহরে আটকা পড়া নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিয়ে তাদের ধৈর্য ধরার আহান জানিয়েছিল সরকার।

সোমবার চড়িলাম বিধানসভার অন্তর্গত রংমালা চৌমুহনী এলাকায় কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে।ছবি- নিজস্ব।

সাংবাদিকদের দেওয়া হল জ্যাকেট ও পরিচয় পত্র, উদ্যোগ বীরভূম জেলা পুলিশের

সিউড়ি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): করোনা-যুদ্ধের সৈনিক সাংবাদিকদের জ্যাকেট ও পরিচয় পত্র দিয়ে সহায়তা করল বীরভূম জেলা পুলিশ। দেশজুড়ে করোনা যুদ্ধে ডাক্তার, পুলিশ বন্ধু, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহকারী সংস্থা, পুরসভার কর্মী, জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি রাস্তায় নেমে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন সংবাদমাধ্যমের কর্মীর। এই ঝুঁকি পূর্ন কাজের মাঝে সাংবাদিকদের কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই নিয়ে একাধিক জায়গায় পুলিশ ও সাংবাদিকদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। আগামী দিনে এই সমস্যার সমাধানে বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে জেলার কর্মরত সাংবাদিকদের জ্যাকেট ও আইডেন্টিটি কার্ড বিলি করল বীরভূম জেলা প্রশাসন।

ওই জ্যাকেট এবং পরিচয় পত্র সহজেই নির্দিষ্ট করে দেবে কারা সংবাদমাধ্যমের কর্মী। ফলে পুলিশ-প্রশাসনের সংবাদকর্মীদের চিনে নিতে কোনও অসুবিধা হবে না এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেই বীরভূম জেলা পুলিশ সংবাদকর্মীদের পরিচয় পত্র জ্যাকেট দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। করোনা-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই সংবাদকর্মীদের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের একাধিক জায়গায় মতবিরোধ হয়। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেই বীরভূম জেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে পুলিশের কাছে বিষয়টি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বীরভূম জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি নন্দন দত্ত উদ্যোগে লিখিতভাবে জেলা পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।

বীরভূম জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি নন্দন দত্ত জানান সাংবাদিকরাও জরুরী পরিষেবা অধীনে থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে। তার মাঝেই তাদের একাধিকবার হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। সেই কথা পুলিশ প্রশাসনের নজরে আনতে এমন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এতে খুশি পুলিশ সাংবাদিক উভয় পক্ষই।

রাজস্থানে করোনায় মৃত্যু পৌঢ়ের, মরুরাজ্যে সংক্রমিত বেড়ে ১৪৯৫

জয়পুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রাজস্থানে প্রাণ হারালেন বছর ৬২-র একজন পৌঢ়। নাগৌর-এর বাসিন্দা ওই পৌঢ় রবিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রবিবার রাতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত একজন রোগীর। তাঁর বয়স ৬২ বছর। ওই রোগী হাইপারটেনশনে ভুগছিলেন। এছাড়াও বিগত ১২ ঘন্টায় রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭ জন, ফলে রাজস্থানে করোনায় মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২৪ এবং ১৪৯৫।

সোমবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১৭ জন। আক্রান্ত ১৭ জনের মধ্যে জয়পুরে ৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন, যোধপুর, ঝুনঝুনু এবং কোটায় দু"জন করে সংক্রমিত এবং আজমের ও নাগৌর-এ একজন করে আক্রান্ত। সবমিলিয়ে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৯৫-এ পৌঁছেছে। মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২০৫ জন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক

● প্রথম পাতার পর

অন্ধ্রপ্রদেশে ৬৪৬ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৫ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৩৫ জন, বিহারে ৯৩ জন, চন্ডীগড়ে ২৬ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৬ জন, গোয়ায় ৭ জন, গুজরাটে ১৭৪৩ জন, হরিয়ানায় ২৩৩ জন, হিমাচল প্রদেশে ৩৯ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩৫০ জন, ঝাড়খণ্ডে ৪২ জন, লাদাখে ১৮ জন, মধ্যপ্রদেশে ১৪০৭ জন, মণিপুরে দু"জন, মেঘালয় ১১ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৬৮ জন, পুদুচেরিতে ৭ জন, পঞ্জাবে ২১৯ জন, রাজস্থানে ১৪৭৮ জন, তেলেঙ্গানায় ৮৪৪ জন, ত্রিপুরায় দু"জন, উত্তরাখণ্ডে ৪৪ জন, উত্তর প্রদেশে ১০৮৪ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩৩৯ জন।

বিশ্বে কোভিড-১৯-এ মৃত্যু বেড়ে ১৬৪,৯০০

ওয়াশিংটন, ২০ এপ্রিল (হি.স.): বিশ্বের কোনও না কোনও দেশে রোজই বাড়ছে করোনাভাইরাসে মৃত্যু ও সংক্রমণের সংখ্যা। কোভিড ১৯, মারণ এই ভাইরাসের হানায় পৃথিবীব্যাপী ফের বাড়ল মৃত্যু ও সংক্রমণ। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সোমবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ১৬৪,৯০০-তে পৌঁছেছে। সংক্রমিত ২.৩৯ মিলিয়নের বেশি মানুষ।২০ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ২,৩৯ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ১৬৪,৯০০। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইতালিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১৭৮,৯৭২, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ১৯৬,৬৬৪, আমেরিকায় ৭৫৫,৫৩৩, ফ্রান্সে ১৫৪,০৯৭ এবং জার্মানিতে ১৪৫,১৮৪ জন।

সদ্য প্রয়াত হয়েছে বাবা, তবুও ত্রাণ বন্টনে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক

শান্তিনিকেতন, ২০ এপ্রিল (হি.স.): বাবার মৃত্যুর পর তিন দিন ধরে, ধরা গলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রায় ৩০০ পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বিশ্বজিৎ হালদার। তাঁর নেতৃত্বে অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা এই কাজ করছেন। যে সমস্ত মানুষজনের রেশন কার্ড নেই, অথচ দুঃস্থ। তাঁদের নামের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই তালিকা অনুযায়ী তাঁদের হাতে চাল, ডাল, আলু, তেল, সাবান, মশলা-সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হচ্ছে।

সদ্য পিতৃহারা। ধরা গলায় তিন দিন ধরে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ৩০০ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বিশ্বজিৎ হালদার। করোনাভাইরাসে সংক্রমণ রুখতে চলছে লকডাউন। ৩ মে পর্যন্ত লকডাউন। এই সময় খাদ্য সংকটে পড়েছেন বহু মানুষ। দুঃস্থ মানুষজনের পাশে দাঁড়াতে খাদ্য সামগ্রী বিলি করছেন অধ্যাপক অধ্যাপিকারা। অন্যতম দায়িত্বে ছিলেন বিশ্বভারতীর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ হালদার। চলতি মাসেই তিনি পিতৃহারা হন। এই অবস্থাতেও চালিয়ে যাচ্ছেন ত্রাণ বিলি। বাবার মৃত্যুর পর তিন দিন ধরে ধরা গলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে দুঃস্থদের হাতে চাল, ডাল, আলু, তেল, সাবান, মশলা সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হচ্ছে। বাবার মৃত্যুর পরের দিন থেকেই এই ভাবে ত্রাণ বিতরণে অধ্যাপকের এগিয়ে আসায় সকলেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। অধ্যাপক বিশ্বজিৎ হালদার বলেন, 'বাবা মারা গিয়েছে কিন্তু, যে সমস্ত মানুষ অনাহারে আছেন সেদিকটা দেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটা কাজ দায়িত্ব নিয়ে শুরু করেছিলাম, তা-ই শেষ পর্যন্ত করতে চাই।'

আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

মিশ্রবসতি এই রাজ্যের অউপজাতি অংশের মানুষজনও গড়িয়া পুজার আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেন। এবছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন চলতে থাকায় এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে গড়িয়া পূজাটি। উপজাতিদের ঘরে ঘরে বাবা গড়িয়া পূজিত হন। এবছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু পুজোকে কেন্দ্র করে কোন উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়নি। রাজধানী আগরতলা শহরে সার্বজনীনভাবে এই পুজোর আয়োজন করা হয় প্রতিবছর। কিন্তু এবছর পুজোর আনন্দ উল্লাস পুরোপুরি ম্লান হয়ে গেছে। আগরতলা শহরের উত্তর বনমালীপুরের ইয়ং কর্নার ক্লাব প্রতিবছরই গড়িয়া পূজা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। কিন্তু এবছর পুজো করলেও তাতে কোন জাকজমকতা নেই। এর মূল কারণ হল ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে লকডাউন ঘোষণা করায় পুজো করা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত আকারে। ইয়ংস কর্নার ক্লাবের সম্পাদক ভাস্কর সাহা জানান, এবছর তাদের ক্লাবে ৫২তম গড়িয়া পূজা হচ্ছে। অন্যান্য বছর মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অন্য কোন ভিআইপি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতেন। পূজা উপলক্ষ্যে মেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হতো। পূজা প্রাঙ্গণে মানুষের ঢল নামতো। কিন্তু এবছর সরকারি নিয়মকানুন মেনে বাবা গড়িয়া পুজার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। পুজো মণ্ডপের গেইটে লোকজনকে আটকে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই তাদের দেওয়া ডিম সহ প্রসাদ তুলে দেওয়া হবে। ভাস্করবাবু আরও বলেন, এবারের পুজো বাবা গড়িয়ার কাছে সকলে মিলে প্রার্থনা করা হচ্ছে ভয়ঙ্কর মহামারির হাত থেকে বাবা গড়িয়া যেন আমাদের রক্ষা করেন। গড়িয়া উপজাতিদের প্রধান পূজা ও উৎসব হওয়ায় করোনা আতঙ্ক উপেক্ষা করেও উপজাতি অংশের মানুষ বাবা গড়িয়ার আরাধনা করছেন।

ব্যাবস্থা

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, প্রথম বাস ঊষাবাজার - উত্তর গেট - বিজয়কুমার চৌমুহনি - শংকর চৌমুহনি - ফায়ার বিগেড চৌমুহনি - আই জি এম চৌমুহনি - পোস্ট অফিস চৌমুহনি - মহারানি তুলসীবতী বিদ্যালয় - রাজধানী হোটেল - লালবাহাদুর চৌমুহনি - মোটরস্ট্যান্ড - বনকুমারী - মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ - মঠ চৌমুহনি - জয়গুরু - প্রান্তিক ক্লাব এলাকায় যাতায়াত করবে।

দ্বিতীয় বাস খয়েরপুর - কল্যাণী - জয়গুরু - প্রান্তিক ক্লাব - লালবাহাদুর চৌমুহনি - দুর্গাবাড়ি - পোস্টঅফিস চৌমুহনি - প্যারাডাইস চৌমুহনি - আই জি এম চৌমুহনি - ফায়ার বিগেড চৌমুহনি - শংকর চৌমুহনি - বিজয়কুমার চৌমুহনি - কর্নেল চৌমুহনি - রাজধানী হোটেল এলাকা দিয়ে যাতায়াত করবে এবং তৃতীয় বাসটি সেকেরকোট - হাপানিয়া - বড়দোয়ালি - বটতলা - ফায়ার বিগেড চৌমুহনি - শংকর চৌমুহনি - বিজয়কুমার চৌমুহনি - কর্ণেল চৌমুহনি - রাজধানী হোটেল - লালবাহাদুর চৌমুহনি - প্রান্তিক ক্লাব - জয়গুরু - মঠ চৌমুহনি - জ্যাকশন গেট - ওল্ড আর এম এস - পোস্টঅফিস চৌমুহনি - আই জি এম চৌমুহনি এলাকায় যাতায়াত করবে।

পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

৪৯৫জন বাড়িতে এবং ১০৫জন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ২৯৫২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে ২০২৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

সোমবার আঠারমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে গড়িয়া উৎসব পালন করে কচিকাঁচারা। ছবি- নিজস্ব।

াঙ্গন

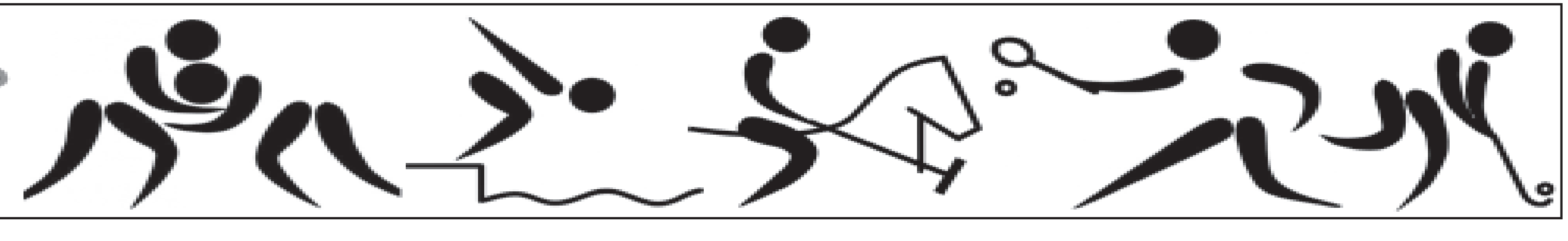

‘কোচ চায়, এমন ক্লাবে যাওয়া উচিত হামেসের’

বায়ার্ন মিউনিখে দুই মৌসুম ধারে খেলে রিয়াল মাদ্রিদে ফিরে এখনও সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি হামেস রদ্রিগেস। সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে এই ফরোয়ার্ডের ভবিষ্যত দেখছেন না তার স্বদেশি সাবেক ফুটবলার ফাউস্তিনো আসপ্রিয়া। কলম্বিয়ান এই কিংবদন্তি চান, গ্রহণযোগ্যতা আর খেলার সুযোগ থাকবে এমন ক্লাবে নতুন সুযোগ খুঁজে নিক হামেস।

২০১৪ সালের বিশ্বকাপে দারুণ পারফরম্যান্সে রিয়ালের নজর কাড়েন তিনি। ছয় বছরের চুক্তিতে সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে আসা এই মিডফিল্ডার একাদশে কখনোই নিজের জায়গা পাকা করতে পারেননি। গত দুই মৌসুম ধারে জার্মানির ক্লাব বায়ার্নে খেলে এই মৌসুমের শুরুতে ফেরেন জিনেদিন জিদানের দলে।

২০২১ সালে কলম্বিয়ান এই তারকার সঙ্গে চুক্তি শেষ হবে রিয়ালের। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, তাকে পেতে আগ্রহী নাপোলি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ইউভেন্তুস ও এভারটন। আসপ্রিয়া মনে করেন, নিজের চাহিদা বুঝে পরবর্তী ঠিকানা নির্বাচন করা উচিত হামেসের।

“হামেসের সেখানে যাওয়া জরুরি যেখানে সে খেলতে পারবে। এমন ক্লাবে যেখানে কোচ তাকে স্পষ্টভাবে চাইছে এবং তাকে তার দলে চাইছে। এমন কোথাও নয় যেখানে সে হবে আবেগতাড়িত সাইনিং, যাকে আনা প্রেসিডেন্টের খেয়ালে। নিজের প্রতিভার জন্য সে যেকোনো জায়গায় খেলতে পারবে।”

৫০ বছর বয়সী আসপ্রিয়া মনে করেন, ইংলিশ ক্লাব ইউনাইটেড হতে পারে হামেসের জন্য সেরা ঠিকানা।

“তারা ট্রফি জিতেছে অনেক দিন হয়ে গেছে এবং পরের মৌসুমের জন্য দল শক্তিশালী করার চিন্তা করছে। তাদের হুয়ান মাতার মত ভালো খেলোয়াড় আছেআমি মনে করি, হামেস খুব সহজেই দলটিতে মানিয়ে নেবে।”

চোটের জন্য বার্সাকে দায় দিলেন মালকম

পাঁচ বছরের চুক্তিতে বার্সেলোনায় যোগ দিলেও ক্লাবটিতে কাটাতে পেরেছেন মোটে এক মৌসুম। বারবার চোটে পড়ায় ছোট ওই পর্বেও অধিকাংশ সময় মালকমের কেটেছিল মাঠের বাইরে। তুলনামূলক কম অনুশীলন করার কারণেই এত বেশি চোটে পড়তেন বলে মনে করেন ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড।

২০১৮ সালের জুলাইয়ে তার বার্সেলোনায় যোগ দেওয়া নিয়ে বেশ জল ঘোলা হয়েছিল। চার কোটি ইউরো ট্রান্সফার ফিতে মালকমকে দলে টানতে তার তখনকার ক্লাব বোর্দোর সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছিল বলে দাবি করেছিল ইতালিয়ান ক্লাব রোমা। তবে চার কোটি ১০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে তাকে একরকম ছিনিয়ে নেয় বার্সেলোনা।

কাতালান ক্লাবটিতে স্বদেশি রোনালদিনিয়ো-নেইমারের মতো সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন মালকম। কিন্তু অল্পতেই শেষ হয়ে যায় তার বার্সেলোনা ক্যারিয়ার।

বর্তমানে তিনি খেলছেন রাশিয়ান ক্লাব জেনিত সেন্ট পিটার্সবুর্গে। করোনাভাইরাসের কারণে অন্য লিগগুলোর মত স্থগিত রয়েছে রাশিয়ান প্রিমিয়ার লিগও।

স্পেনের একটি রেডিও স্টেশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হাসিমুখে নিজের সাবেক ও বর্তমান ক্লাবের অনুশীলনের পার্থক্য তুলে ধরলেন ২৩ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

“এখানে (জেনিত) আমরা ডাবল সেশন অনুশীলন করি। বার্সেলোনায় আমরা ৪০ বা ৫০ মিনিট অনুশীলন করতাম। সে কারণেই সম্ভবত আমি চোটে পড়তাম।”

বার্সেলোনা অধিনায়ক লিওনেল মেসির ভূয়সী প্রশংসা করেন মালকম। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডের থেকে অনেক কিছু শিখেছেন বলে জানালেন তিনি।

“লিও ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নয়, তিনি অধিনায়ক, তিনি দলকে সাহায্য করেন। তিনি আগে আমাদের (খেলোয়াড়) সঙ্গে, এরপর প্রেসিডেন্ট ও কোচের সঙ্গে কথা বলতেন।”

“তিনি অসাধারণ। বার্সেলোনায় আমি সেরা খেলোয়াড়ের পাশে খেলেছি এবং তার থেকে অনেক কিছু শিখেছি।”

তহবিল গড়ছেন টেনিসের ‘বিগ থ্রি’

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের প্রভাবে অন্যান্য খেলার মত বন্ধ রয়েছে টেনিসও। খেলা বন্ধ থাকায় র‍্যাঙ্কিংয়ের নিচের সারির খেলোয়াড়দের আয় প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের আর্থিক সহায়তার জন্য এগিয়ে এসেছেন টেনিসের ‘বিগ থ্রি’ রজার ফেদেরার, নোভাক জোকোভিচ ও রাফায়েল নাদাল।

টেনিসের এই ত্রয়ী একটি তহবিল গঠন করছেন। আরেক টেনিস খেলোয়াড় স্তানিস্লাস ভাভরিঙ্কার সঙ্গে শনিবার ইন্সটাগ্রামে আলাপচারিতায় বিষয়টি জানান বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় জোকোভিচ।

“বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে যারা দুইশ থেকে আড়াইশর মধ্যে এবং ৭০০ বা ১০০০তম তে আছে, তাদের বেশিরভাগই ফেডারেশনের সাহায্য পায় না, তাদের স্পন্সরও নেই। তারা পুরোপুরি নিজের ওপর নির্ভরশীল ও একা। অনেকেই টেনিস ছাড়ার কথা ভাবছে, বিশেষ করে যারা র‍্যাঙ্কিংয়ে সাতশর পরে আছে।”

সার্বিয়ান তারকা জানান, খেলোয়াড়রা, এটিপি এবং চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম মিলে এই তহবিল গঠন করা হবে। যেখান থেকে এটিপি সবাইকে আর্থিক সহায়তা দেবে। ৩০ থেকে ৪৫ লাখ ডলার বিতরণ করা যেতে পারে, ধারণা জোকোভিচের।

তাদের এই পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৩তম স্থানে থাকা জন মিলম্যান। তার মতে, অতীতে র‍্যাঙ্কিংয়ের নিচের সারির খেলোয়াড়দের ভালো অর্থ দেওয়া উচিত ছিল।

“র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৫০-৭০০ তে থাকা খেলোয়াড়দের সাহায্য করাই যদি ভাবনা হয়, তাহলে এটা বুঝতে বৈশ্বিক মহামারীর প্রয়োজন হলো কেন?”

বাজিকরদের নিয়ে ক্রিকেটারদের আইসিসির সতর্কবার্তা

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে মাঠের খেলা বন্ধ। তবে নিজেদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বাজিকররা। এদের থেকে ক্রিকেটারদের সাবধান থাকার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটের প্রধান অ্যালেক্স মার্শাল।

কোভিড-১৯ রোগ পৃথিবীর প্রায় সব জায়গার ক্রীড়াঙ্গন অচল করে রেখেছে। কোথাও খেলা নেই, ঘরে অলস সময় কাটাচ্ছেন ক্রিকেটাররা। ঘরবন্দি থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে যেতে পারে। আইসিসির শঙ্কা এই সুযোগ নিতে পারে বাজিকররা।

ইংল্যান্ডের দা গার্ডিয়ানকে মার্শাল জানান, ক্রিকেটারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ভবিষ্যতের পথ সহজ করার চেষ্টা করছে বাজিকররা।

“কোভিড-১৯ রোগ বিশ্ব জুড়ে আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেট সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে পারে, কিন্তু বাজিকররা এখনও সক্রিয় আছে।”

“যে কারণে, ক্রিকেটার, ক্রিকেটারদের সংগঠন ও এজেন্টদের সঙ্গে আমাদের কাজ চলমান। আমরা দেখছি, যখন ক্রিকেটাররা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি থাকছে, তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে এবং সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেনা বাজিকররা এই সময়টা ব্যবহার করছে। যেন তারা পরবর্তীতে এটা কাজে লাগাতে পারে।”

মার্শাল জানিয়েছেন, থেমে নেই তাদের কার্যক্রমও। কঠিন এই সময়ে ক্রিকেটারদের সতর্ক করে যাচ্ছে আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী শাখা।

“এই সমস্যাটি তুলে ধরার জন্য আমরা আমাদের সদস্য, ক্রিকেটার ও তাদের বৃহত্তর নেটওয়ার্কগুলির কাছে পৌঁছেছি এবং নিশ্চিত করতে চেয়েছি তারা সবাই এই ভয়ঙ্কর কাজ সম্পর্কে সচেতন অবস্থায় আছে এবং এখন যেহেতু কোনো ক্রিকেট খেলা হচ্ছে না তারা নিজেদের সতর্ক রাখছে।”

১০৪ দিন পর ঘরে ফিরল উহানের ফুটবল দল

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের উৎপত্তি যে শহরে, সেই উহানের ফুটবল দল উহান জাল ১০৪ দিন পর ঘরে ফিরেছে। চাইনিজ সুপার লিগের দলটি শনিবার নিজেদের শহরে ফিরলে কোচ- খেলোয়াড়দের ঘিরে তৈরি হয় আবেগঘন মুহূর্ত।

গত জানুয়ারিতে উহানে যখন করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন অনুশীলন ক্যাম্পের জন্য স্পেনে ছিল দলটি। এরপর প্রাণঘাতী রোগটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়লে দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হতে থাকে।

ফলে দলটি দেশে ফেরার লক্ষ্যে রওনা দিলেও পড়তে হয় অনেক সমস্যায়। এরপর জার্মানিতে দীর্ঘ ট্রানজিট জটিলতা কাটিয়ে ১৬ মার্চ চীনের শেনজেন শহরে পৌঁছায় তারা। সেখানে তিন সপ্তাহ কোয়ারেন্টিনে ছিলেন দলের সবাই।

অবশেষে ট্রেনে করে শনিবার সন্ধ্যায় তারা উহানে ফেরে। গান গেয়ে, ফুল দিয়ে তাদের স্বাগত জানায় কমলা রঙের পোশাক পরে আসা সমর্থকরা।

অনুশীলন শুরু করার আগে খেলোয়াড়রা আপাতত তাদের পরিবারের সঙ্গে থাকবেন। চাইনিজ সুপার লিগের নতুন মৌসুম ২২ ফেব্রুয়ারি শুরুর কথা থাকলেও করোনাভাইরাসের কারণে তা স্থগিত করা হয়েছে।

‘রোনালদো নির্মম, মারার আগে অত্যাচার করে মেসি’

একজনের সঙ্গে খেলেছেন আরেকজনের বিপক্ষে। সময়ের সেরা দুই ফুটবলার সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে ওয়েইন রুনির। দুই জনকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর চেয়ে লিওনেল মেসিকে এগিয়ে রাখলেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার।ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে এক সঙ্গে খেলেছেন রোনালদো ও রুনি। ২০০৮ সালে চেলসিকে হারিয়ে জেতেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা। পরের বছর রিয়াল মাদ্রিদে পাড়ি জমান রোনালদো। জমে ওঠে মেসির সঙ্গে পর্তুগিজ এই ফরোয়ার্ডের দ্বৈরথ।দুবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপার খুব কাছ থেকে ঘুরে আসেন রুনি। ২০০৯ ও ২০১১ সালে ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতার ফাইনালে বার্সেলোনার বিপক্ষে হারে ইউনাইটেড। দুই ম্যাচেই স্প্যানিশ দলটির হয়ে গোল করেন মেসি। সানডে টাইমসের কলামে বার্সলোনা ফরোয়ার্ডকেই এগিয়ে রাখলেন রুনি।“বক্সে রোনালদো নির্মম, একজন খুনী। আর মেসি মারার আগে অত্যাচার করে। গোলের সংখ্যার দিক থেকে এই দুই জন খেলাটাকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। আমি মনে করি না, ওদের মতো আর কেউ আসবে।”“ক্রিস্তিয়ানোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের পরও আমি মেসিকে বেছে নেব।

টি-টোয়েন্টির দাপটে উদ্বিগ্ন নিউ জিল্যান্ডের কিংবদন্তি

ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টির প্রভাব দেখে বিরক্ত গ্লেন টার্নার। নিউ জিল্যান্ডের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যানের মতে, টি-টোয়েন্টির দাপটে ক্রিকেট আজ সঙ্কটময় অবস্থায় পড়ে গেছে।

লিন ম্যাককনেলের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা নতুন বই ‘ক্রিকেটেস গ্লোবাল ওয়ার্মিং’- এ ৭২ বছর বয়সী টার্নার তার শঙ্কার কথা জানান।

“আমাকে সবচেয়ে বেশি যেটা উদ্বিগ্ন করে, ওরা পুঁজিবাদের পথ বেছে নিয়েছে। যেখানে অর্থ সব নিয়ন্ত্রণ করে এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট এই পর্যায়ে কর্তৃত্ব করছে। আমি খেলাটার যে সংস্করণকে অর্থবহ মনে করি, তা কার্যত নেপথ্যে চলে গেছে।”

টার্নারের মতে, ক্রিকেট ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় নেই। করোনাভাইরাসের জন্য খেলাটা এখন বন্ধ রয়েছে। ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ ঠিক করতে ক্ষমতাধরদের জন্য এটি ভালো সময় বলে মনে করছেন নিউ জিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক।

“উপরের সারিতে আরও বেশি অর্থ যাচ্ছে। এটা অনেকটা সমাজের মতো যেখানে, ধনী ও গরীবের মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে। আশা করি, এই মহামারীর পর ব্যাপারগুলো পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।”

‘বার্সেলোনাই শিরোপার দাবিদার’

করোনাভাইরাসের কারণে লা লিগার মৌসুম শেষ করা না গেলে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা বার্সেলোনাকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা উচিত বলে মনে করেন ইভান রাকিতিচ।

গত মাসে স্থগিত হয়ে যাওয়া স্পেনের শীর্ষ লিগে ২৭ রাউন্ড শেষে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে এগিয়ে আছে ২ পয়েন্টে। মৌসুমের শুরু থেকে তারা যা খেলেছে এবং লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকতে যে কষ্ট করেছে, তার মূল্যায়ন করা উচিত বলে মনে করেন রাকিতিচ।

মুভিস্টার প্লাসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই দাবি করেন ক্রোয়াট তারকা। “আমরা সবাই আবারও খেলতে চাই এবং খেলেই শিরোপা জিততে চাই। তবে আমি এটাও বুঝি, যদি আমরা মাঠে ফিরতে না পারি, তারপরও মৌসুম শেষ করতে হবে। তাই যদি আমরা শীর্ষে থাকি, তাহলে আমাদেরই চ্যাম্পিয়ন করা উচিত।”

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

া-লিগা।
য়া নিয়ম।
ংশগ্রহণে
তি দেওয়া
বে নাগাদ

জাগরণ 21 April, 2020, Tuesday আগরতলা ২১ এপ্রিল, ২০২০ ইং, ■৮ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সোমবার নয়াদিল্লিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন। ছবি- পিআইবি

খেলোয়ারদের পরিবারে খাদ্য সামগ্রী দিল প্লেয়ার্স এসোসিয়েশন ও কর্মচারী ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে সোমবার আগরতলা শহর ও শহরতলি এলাকার দুস্থ খেলোয়াড়দের পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী ও কিছু আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা, ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের মহাসচিব সমর রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ত্রিপুরা প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ও ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন আয়োজিত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে লকডাউন অব্যাহত রয়েছে। লকডাউনের ফলে অনেক খেলোয়াড়ের পরিবার অসহায় হয়ে পড়েছে। যাদের আর্থিক সামর্থ্য নেই তারা শরীরচর্চাও করতে পারছে না। এইসব বিষয় মাথায় রেখেই ত্রিপুরা প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন দুস্থ খেলোয়াড়দের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের জন্য চাল, ডাল, তেল, মশলা ও নগদ টাকা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের লকডাউনে বিরাট অংশের মানুষ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। করোনা সংক্রমণ মোকাবিলার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। সরকারও বেশকিছু বিধি আরোপ করেছে। দৈনন্দিন জীবনে এইসব বিধি মেনে চলার জন্য বিধায়ক আশিস কুমার সাহা আহ্বান জানিয়েছেন। সরকারি নিয়ম মেনে লকডাউনের দিনগুলো অতিবাহিত করলে ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস মোকাবিলা করে আমাদের দেশ জয়ী হবে বলে দাবি করেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা। দুস্থ খেলোয়াড়দের জন্য খাদ্য সামগ্রী এবং আর্থিক সহায়তার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি।

শুধু খেলোয়াড়দের জন্যই নয়, সমাজের সকল গরিব অংশের মানুষের জন্য বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে সাহায্যের হাত বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

কোচবিহারে মুদি দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

কোচবিহার, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : কোচবিহার শহরের ভাওয়াল মোড় সংলগ্ন ব্যস্ততম কোচবিহার-দিনহাটা রোডের পাশে একটি মুদি দোকানে ভয়াবহ চুরির ঘটনা ঘটল ।রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দোকানের মালিক স্বপন ভৌমিক দেখেন, দোকানের কয়েকটি তালা ভাঙা এবং বেশ কিছু শিকল কাটা রয়েছে।

মুদি দোকানের মালিক বলেন, রাস্তার পাশে বাড়ির সামনেই আমার দোকান ঘর। লকডাউন চলায় অন্যান্য দিনের মতো রবিবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে দোকান বন্ধ করে দিই। এরপর রাত ১১টা নাগাদ বাড়ির সকলে আমরা খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি দোকানের তিনটি তালা ভাঙা, বেশকিছু শিকল কাটা রয়েছে। দোকানের জিনিসপত্র বেশ কিছুটা তছনছ হয়ে রয়েছে। এরপর ক্যাশ বাক্স খুলে দেখি সেখানে থাকা ১৩ হাজার টাকা নেই।

প্রধানমন্ত্রী যোজনায় প্রতিটি গরিবকে রেশন দেওয়া নিয়ে ধনকারের টুইট

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনায় গরিবদের নিখরচায় রেশন দেওয়ার এটা উপযুক্ত সময়। বললেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

গত ক'দিন ধরে রেশনে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন স্তরে। দেখা দিচ্ছে আইনশৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতি। এইসব নিয়ে খোদ ধনকর একাধিক টুইট করেছেন। সোমবার তিনি টুইট করে বলেন, "এফসিআইয়ের তথ্য এবং মুখ্যসচিবের উত্তর খতিয়ে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী এবং খাদ্য দফতরের প্রধান সচিব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।" এই ব্যাপারে মন্ত্রী এবং সচিবের সঙ্গে আলোচনাতেও আগ্রহ দেখিয়েছেন ধনকর।

প্রবেশদ্বারে জীবাণুমুক্ত সমস্ত গাড়ি, রাজ্যসভা-লোকসভার সচিবালয়ে কাজ শুরু

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): লকডাউন নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতেই, কাজ শুরু হয়ে গেল রাজ্যসভা এবং লোকসভার সচিবালয়ে। প্রায় ৩০ দিন পর, সোমবার থেকে রাজ্যসভা এবং লোকসভার সচিবালয়ে শুরু হয়েছে স্বাভাবিক কাজকর্ম। তবে, বেশ কিছু শর্ত মানতেই হচ্ছে কর্মীদের। যেমন সামাজিক দূরত্ব, হাত ধোঁয়া প্রভৃতি।

এদিন সকালে রাজ্যসভা ও লোকসভার সচিবালয়ে গাড়ি ঢোকার আগে প্রবেশদ্বারে জীবাণুমুক্ত করা হয় সমস্ত গাড়ি। এরপরই গাড়িগুলি সচিবালয়ে প্রবেশ করে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই সচিবালয়ের লিফটে ওঠেন কর্মীরা। প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাসের প্রেক্ষিতে গত ২৪ মার্চ থেকে বন্ধ ছিল রাজ্যসভা এবং লোকসভার সচিবালয়। রাজ্যসভা এবং লোকসভার সচিবালয়ের পাশাপাশি শাস্ত্রী ভবনেও একই ছবি ধরা পড়ে। প্রবেশদ্বারে স্ক্রিনিং, যানবাহন দূষণমুক্ত এবং তাপমাত্রা মাপার পর কর্মীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। এদিনই থেকেই খুলে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বাকি দফতরগুলিও।

জার্মানিতে ফের বাড়ল মৃত্যু, কোভিড-১৯-এ মৃত বেড়ে ৪,৪০৪

বার্লিন, ২০ এপ্রিল (হি.স.): জার্মানিতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ফের বাড়ল মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। জার্মানিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারালেন আরও ১১০ জন, নতুন করে ১১০ জনের মৃত্যুর পর জার্মানিতে সোমবার মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৪০৪।

এই সময়ে জার্মানিতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৭৭৫ জন। ফলে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৪১,৬৭২ জন। রবার্ট কোচ ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, জার্মানিতে ১৯ এপ্রিল সারা দিনে জার্মানিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১১০ জন এবং আক্রান্ত হয়েছেন ১,৭৭৫ জন।

লকডাউনে ঢিলেমি! কেন্দ্রের নির্দেশিকা অমান্য কেরল সরকারের

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.): সমস্ত ক্ষেত্রে নয়, সোমবার থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিথিল করা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকার উর্দ্ধে উঠে স্থানীয় ওয়ার্কশপ, সেলুন, রেস্তোরাঁ, বইয়ের দোকান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, স্বল্প দূরত্বে শহরের মধ্যে বাস চলাচলে অনুমতি দিয়েছে পিনারাই বিজয়ন সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে, কেন্দ্রীয় সরকারের গত ১৫ এপ্রিলের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করেছে কেরল সরকার।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, লকডাউনের শর্ত মানতেই হবে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলিকে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৫ অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যে গাইডলাইন তৈরি করেছে, দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তার বাইরেও নিজের মতো করে কাজকর্ম করছে।

কেরল সরকার অবশ্য লকডাউন নির্দেশিকা অমান্য করার অভিযোগ খারিজ করেছে। কেরলের মন্ত্রী কে সুরেন্দ্রন জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা মেনেই নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির জন্য কেন্দ্র হয়তো ব্যাখ্যা চেয়েছে। আমরা ব্যাখ্যা করলেই সমস্যার সমাধান হবে। কেন্দ্রের সমস্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করছি আমরা।"

করোনা রুখতে ইএম বাইপাস লাগোয়া আবাসনে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি স): ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তাই করোনা সংক্রমণ রুখতে এবার বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করল ইএম বাইপাস লাগোয়া কালিকাপুরের একটি আবাসনের বাসিন্দারা ।

লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ।করোনা আতঙ্কে ঘুম উড়েছে শহরবাসীর । ইতিমধ্যেই সিল করা হয়েছে শহরের একাধিক এলাকা। করোনা মোকাবিলায় আর কোন রকম ফাঁক রাখতে চাইছে না প্রশাসন। আর এবার করোনা সংক্রমণ এড়াতে নিজেরাই উদ্যোগ নিল আবাসনের বাসিন্দারা। আবাসনে বহিরাগতদের নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নিল আবাসনের বাসিন্দারাই। বাসিন্দারা নিজেরাও গৃহবন্দি থাকছেন। পাশাপাশি পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রাখতে তৈরি হয়েছে হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ।

লকডাউনে খোলা রাখতে হবে উপাচার্যের অফিস

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউনে খোলা রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিস। এমন নির্দেশ এসেছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি পরিষেবা বজায় রাখতে হবে। লকডাউনের প্রথম পর্বে খোলা রাখার নির্দেশ থাকলেও প্রকোপ বাড়ার পর সরকারের অনুমতি নিয়ে আধিকারিকরা বাড়ি থেকেই কাজ করছিলেন। খুব জরুরী কিছু কাজে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছিলেন। তবে, হোস্টেল ১০ জুন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিষেবা চালু রাখার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা এবং জরুরী স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু রাখার কথাও বলা হয়েছে নির্দেশিকায়।

রিপোর্টের আগে আলোচনা করতে ইউজিসি-কে আর্জি নবান্নের

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউনে শিক্ষাবর্ষ এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কমিটি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এবার রাজ্যের শিক্ষা দফতর এ ব্যাপারে চিঠি দিল ইউজিসি-কে।

পশ্চিমবঙ্গের পাঠানো এই চিঠিতে উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে বলা হয়েছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কেন্দ্র যেন রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হয়। রাজ্যের চিঠিতে বলা হয়েছে কমিটির রিপোর্ট যেন রাজ্যগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হয়। এছাড়াও রিপোর্ট নিয়ে নিজেদের নানা মহলে আলোচনা করার সময় বরাদ্দের কথাও বলা হয়েছে। এই ব্যাপারে ইউজিসি একতরফা সিদ্ধান্ত নিলে তা গণতান্ত্রিক কাঠামোয় নেতিতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মন্তব্য করা হয়েছে চিঠিতে।

কানাডায় বন্দুকবাজের গুলিতে মৃত্যু ১৬ জনের, খতম কুখ্যাত আততায়ী

টরন্টো, ২০ এপ্রিল (হি.স.): বন্দুকবাজের হামলায় রক্তাক্ত হল কানাডা। পূর্ব কানাডার নোভা স্কটিয়া প্রদেশে বন্দুকবাজের এলোপাথাড়ি গুলিতে মৃত্যু হয়েছে একজন মহিলা পুলিশ অফিসার-সহ ১৬ জনের। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রবিবার পুলিশের পোশাক পরে, পুলিশের গাড়ি থেকেই বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায় ওই বন্দুকবাজ। প্রায় ১২ ঘন্টা পর থামে হামলা, মৃত্যু হয়েছে ওই বন্দুকবাজেরও। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার নোভা স্কটিয়ার বিভিন্ন স্থানে গুলি চালায় ওই বন্দুকবাজ। মৃত ১৬ জনের মধ্যে রয়েল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ কনস্টেবল হেইদি স্টিভেনসন রয়েছেন। কানাডার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা এটাই! গ্রামীন শহর পোর্টাপিক-সহ বিভিন্ন স্থানে দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। কানাডার ইতিহাসে ভয়াবহ এই হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো।

পুলিশ সূত্রের খবর, ওই বন্দুকবাজের নাম গ্যাব্রিয়েল (৫১)। পুলিশের পোশাক পরে পুলিশের গাড়ি চালিয়েই নির্বিচারে হামলা চালায় ওই বন্দুকবাজ।

কোভিড-১৯-এ মৃত্যুর খবর নেই, ২৪ ঘন্টায় চিনে আক্রান্ত মাত্র ১২ জন

বেজিং, ২০ এপ্রিল (হি.স.): মৃত্যুর পর এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যাও থামতে চলেছে চিনে। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন মাত্র ১২ জন। যা এখনও পর্যন্ত সবথেকে কম। মৃত্যু-মিছিল পুরোপুরি থেমেই গিয়েছে। রবিবার (১৯ এপ্রিল) সারা দিনে চিনে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি। সবমিলিয়ে চিনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছে ৮২,৭৪৭-এ।

সোমবার সকালে চিনের ন্যাশনাল হেলথ কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ১২ জন। এই সময়ে কারও মৃত্যু হয়নি। চিনে নতুন করে ১২ জন আক্রান্ত হওয়ার পর আক্রান্তের সংখ্যা ৮২,৭৪৭-এ পৌঁছেছে।

জাপানের পূর্ব উপকূলে ৬.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প, সুনামির সম্ভাবনা নেই

টোকিও, ২০ এপ্রিল (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, সোমবার ভোরে ৬.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় জাপানের হোনশু দ্বীপের পূর্ব উপকূলে। ৬.৪ তীব্রতার জোরালো ভূমিকম্প সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি, সুনামির সম্ভাবনা নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, সোমবার ভোরে ৬.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় জাপানের হোনশু দ্বীপের পূর্ব উপকূলে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল সমুদ্রের তলদেশে ৪১.৭ কিলোমিটার গভীরে, তাই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। জাপানের আবহাওয়া দফতর অবশ্য জানিয়েছে, ৬.৪ নয়, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.১ এবং ৫০ কিলোমিটার গভীরে।

উদয়পুরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করলেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ এপ্রিল ।। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগীরাও রাজ্যের গরিব মানুষের পাশে যেভাবে দাঁড়াচ্ছেন তা মানবিকতার অন্যতম নজির। সোমবার উদয়পুরের ধ্বজনগরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাজ্যের কৃষি পর্যটন ও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে বর্তমানে দ্বিতীয় দফার লকডাউন গোটা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও চলছে। লকডাউন ঘোষণার ফলে বিশেষ করে গরিব অংশের মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার গরিব অংশের মানুষের জন্য নানা প্রকল্প ঘোষণা করলেও তা পর্যাপ্ত নয়। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তিবর্গ এই সঙ্কটময় মুহূর্তে গরিব অংশের মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। গোমতী জেলার উদয়পুরের ভুবনেশ্বরী মন্দিরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী প্রমোদ রিয়াং এলাকার বেশকিছু সংখ্যক মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে মানবতা অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি পর্যটন ও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। প্রমোদ রিয়াংয়ের দেওয়া চাল, ডাল, তেল, আলু, পেঁয়াজ সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী এলাকার গরিব অংশের মানুষের হাতে তুলে দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী প্রমোদ রিয়াংয়ের পরিবারের ভূয়সী প্রসংশা করেন প্রণজিৎবাবু।

তিনি বলেন, এ ধরনের উদ্যোগের ফলে গরিব অংশের মানুষ অনাহারের হাত থেকে রক্ষা পাবে। অন্যান্য ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গকে সাধ্যমতো গরিব অংশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। উদয়পুর পুরপরিষদের ৫, ৭, ৮ নম্বর ওয়ার্ড এবং ছনবন তিন নম্বর ওয়ার্ড ও ধ্বজনগর এলাকার জনগণের মধ্যে সোমবার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

দীর্ঘ হচ্ছে আক্রান্তের সংখ্যা, পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু ১৭৬ জনের

ইসলামাবাদ, ২০ এপ্রিল (হি.স.): পাকিস্তানে দীর্ঘ হচ্ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। ২০ এপ্রিল, সোমবার সকাল দশটা পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮,৫১৯-তে পৌঁছেছে। আক্রান্তের সংখ্যা এখনও সর্বাধিক পঞ্জাব প্রদেশে, সেখানে সংক্রমিত ৩,৮২২ জন, সিন্ধু প্রদেশে ২,৫৩৭ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ১১৩৫, বালোচিস্তানে ৪৩২, ইসলামাবাদে ১৮১ গিলগিট-বালতিস্তানে ২৬৩ এবং আজাদ কাশ্মীরে ৪৯।

সংক্রমণের পাশাপাশি পাকিস্তানে মৃত্যুও বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১৭৬ জনের। পাক প্রশাসন সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৫৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৪২, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৬৭, বালোচিস্তানে ৫, ইসলামাবাদে ৩, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩ জন।

আলিপুরদুয়ারে পুলিশ-গ্রামবাসী খন্ডযুদ্ধ, আহত বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী

মাদারিহাট, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের তপসিখাতার আয়ুষ হাসপাতালে জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হওয়া এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। ওই দেহ রবিবার রাতে শালকুমারহাটের এক জায়গায় কবর দেওয়ার জন্য পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সে দেহ নিয়ে আসে বলে গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে গ্রামে আর্থমুভার ও অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে পুলিশের গাড়ি রাত ১০টা নাগাদ ঢুকতেই গ্রামবাসীরা পুলিশকে বাঁধা দেয়।

কিছুক্ষনের মধ্যেই পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের খন্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। মুহূর্তের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। পুড়িয়ে দেওয়া হয় পুলিশের তিনটি গাড়ি। পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি জানান, মেরে পুলিশের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন মাদারিহাট থানার কনস্টেবল সুব্রত ঘোষ। তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তাঁকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া মাদারিহাট থানার ওসি টিএন লামার গলায় ও মুখে মারা হয়েছে। এই থানার এসআই প্রলয় দেবনাথের বুকে পাথর দিয়ে মারা হয়েছে। অপর কনস্টেবল দীপক ছেত্রীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের গাড়ির চালক রাজু নায়েকের পিঠে রড জাতীয় জিনিস দিয়ে মারা হয়েছে।

আহতদের উদ্ধার করে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হলে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার। তিনি জানান, তিনজনকে রেফার করা হয়েছে। তবে এদের মধ্যে সুব্রত ঘোষের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে তিনি জানান। এই ঘটনায় স্বাস্থ্য দফতরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এত রাতে কেন গ্রামের ভেতর দেহ আনা হচ্ছিল এই অভিযোগ তোলেন এলাকার জনগণ। তাদের অভিযোগ, যদি করোনায় মৃত্যু হয় তাহলে কবর দিতে কেন গ্রামে আনা হয়েছিল। আর যদি করোনায় মৃত্যু না হয় তাহলে তার পরিবারের হাতে কেন তুলে দেওয়া হলো না।

করোনা-প্রকোপে অসহায় মানুষজন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল বনবাসী কল্যাণ আশ্রম

মল্লারপুর (বীরভূম), ২০ এপ্রিল (হি.স.): দেশজুড়ে করোনা পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াল বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। সংগঠনের বীরভূম জেলা শাখার উদ্যোগে বীরভূমের পঞ্চাশটি আদিবাসী গ্রামে ইতিমধ্যেই ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে কল্যাণ আশ্রম। আদিবাসী সমাজের জন্য অখিল ভারতীয় বনবাসী প্রতিষ্ঠান বনবাসী কল্যাণ আশ্রম দেশজুড়ে কাজ করে চলেছে। বীরভূমের বিভিন্ন আদিবাসী বা বনবাসী অধ্যুষিত গ্রামের মধ্যে তাদের সংগঠনের বিস্তার ঘটিয়েছে এই সংগঠন। আদিবাসী সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়েই তাদের সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। সেই লক্ষ্যেই বীরভূমের মল্লারপুর কল্যাণ আশ্রম-এর উদ্যোগে ওই অঞ্চলের দশটি পঞ্চায়েতের কুড়িটির বেশি গ্রামের মানুষদের চাল, ডাল, সোয়াবিন, তেল, নুন, সাবান- সহ বিভিন্ন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

কল্যাণ আশ্রম সিউড়ি শাখার উদ্যোগে কড়িধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের সালবনি-সহ একাধিক ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে সংগঠনের কার্যকর্তারা। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের বীরভূম জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ দে জানান, জেলা জুড়ে ৫০টির অধিক গ্রামে বনবাসী ভাই-বোনেদের হাতে এই লকডাউনের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। আগামী দিনেও এই উদ্যোগ জারি থাকবে। এছাড়াও রামপুরহাট তারাপীঠ, মাড গ্রামের মত ১০০ অধিক গ্রামের ৩৫০০ পরিবারের মধ্যে চাল, ডাল বিলি করেছে শ্রীকৃষ্ণ মন্ডল, অরুণ মন্ডল নামে দুই ব্যক্তি।

গুজরাটে করোনায় মৃত্যু আরও ৪ জনের, মৃত বেড়ে ৬৭

আহমেদাবাদ, ২০ এপ্রিল (হি.স.): গুজরাটের করোনা-পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গুজরাটে প্রাণ হারালেন আরও ৪ জন, রবিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার সকালের মধ্যেই ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে ৪ জনের মৃত্যুর পর গুজরাটে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৭ ।গুজরাট স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার সকালের মধ্যেই ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে গুজরাটে। এছাড়াও এই সময়ের মধ্যে গুজরাটে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১০৮ জন। সবমিলিয়ে গুজরাটে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৮৫১। গুজরাটে ইতিমধ্যেই করোনাকে পরাজিত করেছেন ১০৬ জন ।সোমবার সকালে গুজরাটের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (স্বাস্থ্য) জয়ন্তী রবি জানিয়েছেন, নতুন করে মৃত ৪ জনের মধ্যে দু"জন আহমেদাবাদে এবং দু"জন সুরাটে প্রাণ হারিয়েছেন।

২৪ ঘন্টায় মৃত ১, ৯৯৭, আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু ছাড়াল ৪০ হাজার

ওয়াশিংটন, ২০ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মৃত্যু-মিছিল থামার কোনও লক্ষণ নেই। বরং আরও বেড়েই চলেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন আরও ১, ৯৯৭ জন। ১,৯৯৭ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় শেষ ২৪ ঘন্টায় ১,৯৯৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে মার্কিন মুলুকে মৃতের সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। মার্কিন মুলুকে করোনার প্রকোপে ত্রস্ত্র নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, নিউ জার্সি প্রভৃতি শহর।

শহিদ স্মৃতি কলোনির সব বাসিন্দা কার্যত গৃহবন্দী

কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি. স.) : ই এম বাইপাস সংলগ্ন কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ডের শহিদ স্মৃতি কলোনির সব বাসিন্দাকে কার্যত গৃহবন্দী করে ফেলা হয়েছে। কাল থেকে বস্তির পাশে টহল দিচ্ছে কমব্যাট ফোর্স।

কলোনির এক বাসিন্দার কথায়, "এখানে সাতশো থেকে সাড়ে সাতশো ঘর রয়েছে। ওই ছোট ছোট ঘুপচি ঘরে আবার একাধিক ভাড়াটেরও বাস। লকডাউনের পরে এখানে সামাজিক দূরত্ব-বিধি কোনও ভাবেই প্রয়োগ হয়নি। ঘুপচি ঘরে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকাই এখানকার রেওয়াজ।" প্রায় ১০০ বিঘা জমির ওপর বস্তিতে বসবাস প্রায় ১৫ হাজার মানুষের। আর ওই ঘিঞ্জি কলোনিতেই এক মহিলার করোনা পজিটিভ মিলেছে। পরে আরও দুই বাসিন্দার মধ্যে এই রোগের উপসর্গ পাওয়া গিয়েছে। ওই ঘটনার পরে কিছুটা হলেও আতঙ্কে প্রশাসন।

পুরসভা সূত্রে খবর, ওই কলোনির বাসিন্দা প্রায় হাজার তিনেক মহিলা বাইপাস সংলগ্ন এলাকা-সহ দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় পরিচারিকার কাজ করেন। শুধু ওই কাজেই নয়, কলোনির বাসিন্দাদের অনেকে আরও নানা কাজে আশপাশের এলাকা ছাড়াও কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় যাতায়াত করেন। ই এম বাইপাস থেকে ওই বস্তির চার দিকের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।ওয়ার্ড পঞ্চসায়র ও পূর্ব যাদবপুর থানার অধীনে রয়েছে। শহিদ স্মৃতি কলোনি মূলত পঞ্চসায়র থানার অধীনে। তা সত্ত্বেও দু'টি থানার নজরদারিতেই রাখা হয়েছে ওই কলোনি। ওই কলোনিকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বলে দাবি করছেন প্রশাসনের কর্তারা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।